বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

প্রকাশনায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা পর্ষদ

চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে নিবেদিত

www.chtdb.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নেতৃত্বে গত ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বয় এবং স্থানীয় মানুষ এর সুফল পায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ আজ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতে চলেছে যা সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুবাতাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেমন সরকার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তেমনি কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি সরবরাহ, আইসিটি, সমাজকল্যাণ, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্যাঞ্চলের জন্য যুগোপযোগী ও সহায়ক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, অধীনস্থ সংস্থাসমূহকে অধিকতর কার্যকরকরণ, বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা ও তথ্য-উপাত্ত বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রমণ্ডিত বনভূমি-পাহাড়-হ্রদ-ঝর্ণা নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিশাল বর্ণিল ও রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানকার নৃ-তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য, ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য এলাকা হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তার ফলশ্রুতি। পশ্চাৎপদ এ অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে একটি আলাদা বোর্ড গঠনের নির্দেশ তিনি ১৯৭৩ সনেই প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬ সনে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে বোর্ড শিক্ষা, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আয়বর্ধনমূলক খাতের প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন উন্নয়নমূক উদ্যোগ বাস্তবায়নে বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণ, প্রত্যন্ত এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, আইসিটিভিত্তিক দক্ষ কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে আয়বর্ধন, দুস্থ মহিলাদের গাভী ও সেলাই মেশিন বিতরণ, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ, কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণসহ পার্বত্যাঞ্চলে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮,২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় মোট ৩৯৩টি স্কিম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ৮,৬৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দীর্ঘ মেয়াদী মোট ২৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্যের সন্নিবেশ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭'-এ বরাবরের মতো প্রতিফলিত হয়েছে। আশা করি, প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত ও আলোকচিত্রসমূহ উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মী, অনুসন্ধিৎসু পাঠকসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(**নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,** এনডিসি)

তরুণ কান্তি ঘোষ, অতিরিক্ত সচিব
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তার ফসল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আজকে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন তথা সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন খাতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রগামী একটা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুপেয় পানীয় জলের সুবিধা সৃষ্টিকরণ, মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ, আইসিটি বিষয়ে তরুণ তরুণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ, যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষি, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি খাতে বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আরম্ভ পর্যায় থেকে ও এর ক্রমধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যপরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এর বরাদ্দ ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী খাত কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ৩৯৩টি স্কিম সমাপ্ত/বাস্তবায়ন করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী খাত কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ২৩টি প্রকল্প সমাপ্ত/বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর বরাদ্দ ছিল ৮২ কোটি টাকা এবং কোড নং-৫০১০ এর বরাদ্দ ছিল ৮৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন, খাতভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য, উপকারভোগীর তথ্য এবং আলোকচিত্র ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে এ বার্ষিক প্রতিবেদনে যা উৎসুক পাঠকদের তথ্য সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক হবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

(**তরুণ কান্তি ঘোষ,** অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার বিষয়টি অনুধাবণ করে সমগ্র দেশকে একটি উন্নয়ন-সমতায় উপনীতকরণের দূরদৃষ্টি নিয়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এর সামগ্রিক উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ খ্রি. তারিখের ৭৭নং অধ্যাদেশ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সূচনালগ্ন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোড দুর্গম জনবসতি এলাকায় সুপেয় জল সহজলভ্যকরণ, সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ, মিশ্র ফলের বাগান সৃজন, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে বাগান সৃজন, গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তির আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ই-জিপি এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ২০ (১) ধারা, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৬ (৩) ধারা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭' প্রকাশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ। এ প্রতিবেদনে বাৎসরিক বরাদ্দ, ব্যয়, বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ প্রতিবেদন থেকে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত প্রমাদ এর জন্য সহৃদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা রইলো। ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। এ জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের মূল্যবান দিক নির্দেশনার জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ, সদস্য-বাস্তবায়ন, সদস্য-পরিকল্পনা এর গঠনমূলক পরামর্শের জন্য তাঁদের প্রতিও রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে এ প্রকাশনাটিকে সমাপ্তির দ্বারে উপনীত করেছে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আশিষ কুমার বড়ুয়া)
সদস্য-প্রশাসন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ	৩
• পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি	৫
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল	৬
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভাসমূহ	৮
• সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ	১২
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	১৪
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	২৩
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন	২৫
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	২৭
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	৩৫
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন	৩৬
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)	৩৯
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)	৫৩
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন	৫৫
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫৯
• গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ	৬১
• পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৩
• খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ	৬৫
• পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ	৬৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৬৮
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	৭১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প	৭২
• সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	৭৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প	৭৫
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ	৭৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	৭৮
• উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ-রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প	৭৯
• ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র	৮১

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি নামক তিনটি পার্বত্য জেলা রয়েছে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের নয় শতাংশের অধিক এলাকা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে মায়ানমারের আকিয়াব অঞ্চল, পূর্বে ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড়পুঞ্জ ও মিয়ানমার এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা রয়েছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৬ টি উপজেলা রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ৩৭৫টি মৌজা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে ৭টি ছোট-বড় নদী (চেঙ্গী, মায়ানী, কাসালং, কর্ণফুলী, রাইংখিয়াং, সাংগু ও মাতামুহুরী) প্রবাহমান। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান নদী কর্ণফুলী। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খেয়াং, পাংখো, বম, লুসাই, খুমি প্রভৃতি। এসব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে সকল সম্প্রদায়ের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সুদীর্ঘকাল ধরে এখানে বসবাস করে আসছে। পাহাড়, নদী, বন ঝর্ণা এবং বিপুলায়তনের কাপ্তাই লেক এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ অঞ্চলের নৃ-তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত জীবনধারার গুরুত্ব অপরিসীম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ও জীবনযাপন প্রণালী ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এখানকার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাও অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকা সমতলের তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। তবে এখানে চাষাবাদের উপযোগী জায়গার পরিমাণ খুবই কম। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন মুখী উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ততার কারণে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য ঠিকমত বাজারজাত করতে যেমন অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দিতেও সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বেশ কয়েকটি উপজেলায় যেতে পানির পথ ব্যতীত কোনো বিকল্প পথ নেই। শিক্ষার দিক দিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়ার হারও দেশের অন্যান্য জেলাসমূহের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি সমস্যা, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, বিশুদ্ধ পানিয় জলের অভাব, উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এরূপ বহুবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দক্ষতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌছে দিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্নয়নমূলক ও আয়বর্ধক প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১০ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফরকালে এ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ৭৭নং অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণ।

মিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ;
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ;
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন;
- মা ও শিশু কল্যাণ এবং
- দাপ্তরিক সামর্থ বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দু'টি কমিটি রয়েছে। যথা: ১) পরিচালনা বোর্ড এবং ২) পরামর্শক কমিটি।

পরিচালনা বোর্ড (১৪ সদস্য বিশিষ্ট): পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

- চেয়ারম্যান
- ভাইস-চেয়ারম্যান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভা

১) পরিচালনা বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভার আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

২) পরামর্শক কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলাসমূহ হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলাসমূহ হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
- সরকার কর্তৃক মনোনীত সার্কেল চীফের পরামর্শক্রম পার্বত্য জেলাসমূহ হতে একজন করে হেডম্যান
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভার একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় নিজ নিজ এলাকার জনগণের অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা ও জনকল্যাণ বিবেচনায় তাঁরা বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কিম ও প্রকল্প গ্রহণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা বোর্ডকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরিচালনা বোর্ড পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রদত্ত অভিমত/পরামর্শসমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়
সার্কেল চীফ
চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বোমাংগ্রী উচপ্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
বোমাং সার্কেল, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

সাচিং প্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

এস এম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কাউখালী উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

ম্রাগ্য মারমা
চেয়ারম্যান
মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

আব্দুল কুদ্দুছ
চেয়ারম্যান
বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদ

অমলেন্দু চাকমা
চেয়ারম্যান
কেংরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, খাগড়াছড়ি

মাংসার ম্রো
চেয়ারম্যান
থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদ, বান্দরবান

হ্লাথোয়াই ম্রী
হেডম্যান
৩১৬ নং বেতছড়া মৌজা, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান

সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী
হেডম্যান
২৪২নং পুজগাং মৌজা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

থোয়াই অং মারমা
হেডম্যান
১১৯ ভার্যাতলী মৌজা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

বাদল চন্দ্র দে
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
আসামবস্তী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ভুবন মোহন ত্রিপুরা
সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য
রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সুধাংশু চক্রবর্তী
বান্দরবান সদর উপজেলা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল

(১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত)

ক্রম.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১টি	১০৪ জন	৪৭টি	রাজস্ব খাত
২.	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (আই.সি.ডি.পি.)	২৪০টি	২১৮ জন	২২টি	২০১৩-২০১৭
৩.	সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়	১৭টি	০৫ জন	১২টি	২০০৮- ৩০ জুন, ২০১৭ (সমাপ্ত)
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার বাগান ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প	২৬টি	২৫ জন	০১টি	২০১০-৩০ জুন, ২০১৭ (সমাপ্ত)
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়	১৯টি	০৬ জন	১৩টি	২০০৮-২০১৬
৬.	উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্প	০৯টি	০৯ জন	-	২০১১-২০১৭
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনে মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প	১৮টি	১৮ জন	-	২০১৫-২০১৮
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৩৪টি	৩৪ জন	-	২০১৫-২০২০
৯.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	১৯টি	১৯ জন	-	২০১৭-২০২১
	মোট =	৫৩৩ টি	৪৩৮ জন	৯৫ টি	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
১.	বেতন ও ভাতাদি	৬৩,২২৬.০০	৬১,০৭৩.০০	
২.	সরবরাহ ও সেবা	২৩,০৭০.০০	২২,৫১১.০০	
৩.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৫,৩০০.০০	৫,২৯৪.০০	
৪.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	১৫,৯০০.০০	১৫,৯০০.০০	
৫.	কল্যাণ অনুদান	২,১০০.০০	২,১০০.০০	
৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	০০.০০	০০.০০	
৭.	মূলধন মঞ্জুরী	১,৩৫০.০০	১,৩৪৯.০০	
৮.	সরকারি কর্মচারীদের ঋণ ও অগ্রিম	৮০০.০০	১২০.০০	
	মোট=	১,১১,৭৪৬.০০	১,০৮,৩৪৭.০০	

উন্নয়ন খাত

ক্রম.	কোডভিত্তিক স্কিম/প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০)	৭,৫০০.০০	৮,২০০.০০	৮,২০০.০০
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০)	৬,২৮০.০০	৮,৬৩০.০০	৮,৫৯৮.৩৯৩
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৪,৬৭৬.০০	৫,১০০.০০	৫,০২৫.০০

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ

পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১৯/০৭/২০১৬	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১ম সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	১৩/১১/২০১৬	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ২য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	১৫/০২/২০১৭	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩য় সভা	ঐ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১৯/০৭/২০১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে সম্মেলন কক্ষ-'কর্ণফুলী'	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মাসিক সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	২২/০৩/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ-'কর্ণফুলী'	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, অতিরিক্ত-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	৩০/০৪/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, অতিরিক্ত-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	২৮/০৫/২০১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	ঐ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, অতিরিক্ত-সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভাসমূহ

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১ম পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

- **আলোচ্য বিষয়ঃ**

গত ৬ জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন'১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ ও ৭০৩০ এর প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন এবং বিবিধ আলোচনা।

- **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাঃ**

পরিচালনা বোর্ড সভা শুরুতে পার্বত্য এলাকায় সংসদ সদস্য সুদীপ্তা দেওয়ান এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সভাপতি মহোদয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জুন'১৬ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে পূর্বে চলমান প্রকল্প/স্কিমসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে এর কার্যক্রম শেষ করা হবে বলে তিনি জানান। পার্বত্যাঞ্চলের পানির সমস্যা একটা অন্যতম সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের নতুন প্রকল্প/স্কিম নেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

- **উপস্থিতিঃ**

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষযক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত-সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সদস্য জনাব নির্মলেন্দু চৌধুরী, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৩ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ২য় পরিচালনা বোর্ড সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

- **আলোচ্য বিষয়:**

গত ১৯ জুলাই ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

সভাপতি মহোদয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বোর্ডের অন্যান্য কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোচনা পর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে চলমান প্রকল্প/স্কিমসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে এর কার্যক্রম শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহকে ই-টেন্ডারিং এবং ই-ফাইলিং এর আওতায় আনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

- **উপস্থিতি:**

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব মোঃ শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জানে আলম, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'বোর্ড রুম' এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

▪ আলোচ্য বিষয়:

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি'১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিবিধ।

▪ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

সভাপতি মহোদয় তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা জন্য আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, তিন পার্বত্য জেলার বড় প্রকল্পসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য, তাই তিনি তাঁদেরকে বোর্ডের কর্মকান্ডের ভালমন্দ দেখাশুনা করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি এ বোর্ড সভায় সম্মানিত সদস্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা উন্নয়নের সফলভাবে কাজ করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড এর পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বিদায়ী জেলা প্রশাসককে ফুল, ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয় তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কেউ অখুশী হয়ে থাকলে নিজ গুণে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পরিচালনা বোর্ড সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি সকলের কাছে দোয়া চান।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

▪ উপস্থিতি:

এ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বনিক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব লক্ষীপদ দাস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, বোর্ডের আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরামর্শক কমিটির সভা

গত ১৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পরামর্শক কমিটি সভা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ 'কর্ণফুলী' সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

- **আলোচ্য বিষয়:**

গত ০৭ জুলাই, ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ৭০৩০) এর নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই এবং বিবিধ আলোচনা।

- **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরাসরি মানুষের উপকৃত হবে এধরনের প্রকল্প/স্কিম গ্রহণের অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিম/প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার দিয়ে সীমিত আকারে নতুন অর্থ বছরের জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প নেয়া হবে বলে জানান। এছাড়াও তিনি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এমন স্কিম/প্রকল্প যাতে গ্রহণ করতে পারি সেইসব স্কিম/প্রকল্পের সুপারিশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উত্থাপন করা জন্য পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভা

- **উপস্থিতি:**

সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম, সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সভার সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেল চীফ এর প্রতিনিধি জনাব শান্তি বিজয় চাকমা, মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ম্রাগ্য মারমা, কাউখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এস এম চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলার গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি উপজেলা খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ১১৯ নং ভার্য্যাতলী মৌজা হেডম্যান জনাব থোয়াই অং মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা ২৪২ নং পুজগাং মৌজা হেডম্যান জনাব সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা গণ্যমান্য ব্যক্তি জনাব সুধাংশু চক্রবর্তী, রাঙ্গামাটি জেলা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাদল চন্দ্র দে, খাগড়াছড়ি জেলা সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য জনাব ভুবন মোহন ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি উপজেলা ৩১৬ নং বেতছড়া মৌজা হেডম্যান জনাব হ্লাথোয়াই ম্রী মারমাসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

তথ্য মেলায় অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস-২০১৬ কে সামনে রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কর্তৃক আয়োজিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখ দুইদিনব্যাপী তথ্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অংশগ্রহণ করে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা কপিটি মেলায় আগত সকল দর্শনার্থীদের মাঝে বিলি বন্টন করা হয়। তথ্য মেলা উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অংশগ্রহণ করে।

তথ্য মেলা-২০১৬ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ

পার্বত্য মেলা-২০১৬ এ অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে গত ১১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে পাঁচদিনব্যাপী ঢাকাস্থ বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে পার্বত্য মেলা-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে এবারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Mountain Cultures: Celebrating diversity & Strengthening identity'। পার্বত্য মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। মেলাতে প্রায় ৫৫-৬০টি স্টল ছিল।

পার্বত্য মেলা-২০১৬ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যেমন-জাম্বুরা, কলা, কমলা, কাজু বাদাম, উলকচু, জলপাই, মিষ্টি কুমড়া বিভিন্ন ধরনের বিন্নী চাল, হলুদ, আদা, বিলাতী ধনিয়া পাতা, ইত্যাদি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্গানিকভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন রকমের পণ্যসামগ্রী পেয়ে ঢাকাবাসী অনেক আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। পাহাড়ের আদিবাসীদের তৈরি খাদি, পিনন, বিভিন্ন ধরনের চাদর ও বেড শীট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন স্টলে বিক্রি করেছে। পাহাড়ের 'পিঠা ঘর' নামের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অন্য একটি স্টল ছিল। এতে আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের পিঠা, বাঁশের চোঙ্গায় মাংস রান্না ইত্যাদি খাবারে ব্যবস্থা রাখা ছিল। পার্বত্য মেলায় বিভিন্ন স্টলে পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি এবং সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়।

উন্নয়ন মেলা-২০১৭

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উন্নয়ন মেলা-২০১৭ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ৯-১১ জানুয়ারি' ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তিন দিন ব্যাপী ৬৪টি জেলা এবং ৪৯০টি উপজেলাতে উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে উন্নয়ন মেলা ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

অনুযায়ী উন্নয়ন মেলা-২০১৭ এ অংশগ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা উন্নয়ন মেলায় প্রায় ৪৫টি স্টলের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। এতে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র, ভিডিওচিত্র, ডকুমেন্টারি, ই-সেবা, ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্টলে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়েছে, এছাড়াও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণে একটি ভিডিও চিত্রসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। উন্নয়ন বোর্ডের স্টলে ফেস্টুন, পোস্টার, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রদর্শনে মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এটুআই কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্যানারে নমুনা অনুসরণ করে একই আদলে ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া মেলায় বোর্ডের স্টলে পরিদর্শন করেন।

উন্নয়ন মেলা-২০১৭ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ

ডিজিটাল মেলা-২০১৭ এ অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ সরকার রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল শ্রেণী মানুষকে নানামুখী ই-সেবা সাথে পরিচিতি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-সেবা প্রদানে বিষয়ে উৎসাহিত করতে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। গত ১৩-১৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. তারিখে তিনদিনব্যাপী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে এর কার্যালয় প্রাঙ্গণে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এতে অংশগ্রহণ করে। বর্ণাঢ্য র‍্যালী থেকে শুরু করে মেলার শেষ দিন পর্যন্ত উন্নয়ন বোর্ডের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ বছর ডিজিটাল মেলা-২০১৭ এ প্রায় ৫০টি স্টল ছিল। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭ উপলক্ষে ইনোভেশন সার্কেল: জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কিভাবে সরকারি পর্যায়ের সেবাসমূহকে আরো সহজতর করে জনগণের কাছে পৌছানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে দাপ্তরিক কার্যক্রমসমূহকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আলোচনা সভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অংশগ্রহণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৭ এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে চালু হওয়া অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম পূরণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়টি তুলে ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রমের মধ্যে এটি একটি অন্যতম কার্যক্রম। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে, এতদিন এই কার্যক্রমটি ছিল পুরোপুরি ম্যানুয়েল। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম পূরণে সুযোগ তৈরি হওয়ায় দূর-দূরান্তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধ্যয়নরত তিন পার্বত্য জেলার সকল শিক্ষার্থী সহজেই অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও দাখিল করতে পারছে। এতে শিক্ষার্থীদের খরচ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হবে। এছাড়াও মেলাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্পের একটি ডক্যুমেন্টারি এবং উন্নত সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনির্মাণে উন্নয়ন বোর্ড নামে অন্য একটি ডকুমেন্টারিও প্রদর্শন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া মেলায় বোর্ডের স্টলে পরিদর্শন করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গত ১৪-১৬ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ে ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২য় শিফটের ৪-৬ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে তিনদিনব্যাপী মোট ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ে উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলার মেধাবী ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সম্পূর্ণ অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও অটোমেশন প্রক্রিয়া বাছাই কার্যক্রম সম্পাদন কার্যক্রমটি একটি অন্যতম যুগোপযোগী কার্যক্রম। শিক্ষাবৃত্তি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের সময়, যাতায়াত ও খরচ সবকিছুই সাশ্রয় হয়েছে। আবেদন বাছাই কার্যক্রমটিও এখন খুব দ্রুত সম্পাদন করার সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোট ১,২৮১ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ বছর প্রায় ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বৃত্তি বিতরণ করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটা চলমান কার্যক্রম। শিক্ষাবৃত্তি আবেদন শুরু তারিখ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ওয়েবসাইট www.chtdb.gov.bd-তে scholarship option এ গিয়ে যাচিত সকল তথ্য আপলোড করে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম পূরণ করা যায়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শিক্ষাবৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত ছাত্র-ছাত্রীদের জেলা ও উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	বান্দরবান সদর	১০৮ জন	১৩৩ জন
২.	আলীকদম	১২ জন	০৮ জন
৩.	লামা	২৩ জন	১১ জন
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১৪ জন	১০ জন
৫.	রোয়াংছড়ি	১৯ জন	২২ জন
৬.	রুমা	২২ জন	১৮ জন
৭.	থানছি	১২ জন	১৩ জন
	মোট=	২১২ জন	২১৫ জন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	রাঙ্গামাটি সদর	৯৭ জন	৯৫ জন
২.	বাঘাইছড়ি	২৭ জন	১৮ জন
৩.	বরকল	০৮ জন	১২ জন
৪.	বিলাইছড়ি	১৫ জন	১৯ জন
৫.	জুরাছড়ি	০৫ জন	০৫ জন
৬.	কাপ্তাই	১৩ জন	১৮ জন
৭.	কাউখালী	১২ জন	১৫ জন
৮.	লংগদু	১৪ জন	১২ জন
৯.	নানিয়ারচর	০৯ জন	০৯ জন
১০.	রাজস্থলী	১২ জন	১২ জন
	মোট=	২১২ জন	২১৫ জন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	উপজেলার নাম	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়)	বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (কলেজ পর্যায়)
১.	খাগড়াছড়ি সদর	৮৪ জন	১০৩ জন
২.	দীঘিনালা	২৩ জন	১৩ জন
৩.	গুইমারা	১৩ জন	০৯ জন
৪.	লক্ষীছড়ি	০৫ জন	০৫ জন
৫.	মানিকছড়ি	১৩ জন	১১ জন
৬.	মাটিরাঙ্গা	২৪ জন	১৬ জন
৭.	মহালছড়ি	১৫ জন	১৭ জন
৮.	পানছড়ি	২৩ জন	৩১ জন
৯.	রামগড়	১২ জন	১০ জন
	মোট=	২১২ জন	২১৫ জন

সর্বমোট ১,২৮১ জন

মতবিনিময়

৬৩ তম বিসিএস বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময়

গত ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে ৬৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ক্যাডারের ৮ জন কর্মকর্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বোর্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য পেপার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মংছেনলাইন রাখাইন। এ সময় বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রেজেন্টেশন শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে ৬৩ তম বিসিএস বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মতবিনিময়

৫ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে ৫ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের মতবিনিময়

গত ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখে আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত ৫ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ সফর উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ মনজুরুল আলম। এ সময় বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া এবং বোর্ডের

অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে পেপার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মংছেনলাইন রাখাইন। পেপার প্রেজেন্টেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আইসিটি বিষয়ে মতবিনিময় হয়। সভাপতি মহোদয় জানান যে, বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি যুগ। এখন তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী brain drain হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। সভাপতি মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের সর্বত্র ব্যবহারের মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বোর্ডের কর্মরত ২ জন কর্মকর্তা এবং ১১ জন কর্মচারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ মনজুরুল আলম। তিনি জানান মানুষ দু'ভাবে মর্যাদা লাভ করে এক আরোপিত মর্যাদা যা পারিবারিক সূত্রে মানুষ পেয়ে থাকে, দুই অর্জিত মর্যাদা যেটা সে সমাজ বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে কাছ থেকে তার দক্ষতা, যোগ্যতা আর কর্মগুণে কারণে পেয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে তাদের সকলেই নিজস্ব যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা পরিচয় দিয়েছে। ভালো কাজের জন্য তাঁদেরকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং কিছু অর্থ দেয়া হয়। এছাড়াও বোর্ডের তিন প্রকৌশল শাখার মধ্যে বান্দরবান প্রকৌশল শাখা এবং রাঙ্গামাটি প্রকৌশল শাখাকে যথাসময়ে বাৎসরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী ভালো কাজের জন্য সম্মাননা প্রদান উদ্যোগটি একটি ভালো উদ্যোগ বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়টি সীমাহীন। এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গতিকে আরো বেগবান করবে বলে তিনি জানান।

বিদায় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সফল কর্মজীবন শেষে ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত এবং পিআরএল ভোগরত মোট ১৬ জন কর্মচারীকে বিদায় সংবর্ধনাও প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ মনজুরুল আলম। তিনি বিদায়ী অতিথিবৃন্দের জন্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বোর্ডের সদস্য- প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া। তিনি বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত এবং পিআরএল ভোগরত কর্মচারীদের চিরসুখী ও কল্যাণ কামনা করেন। বিদায়ীদের উদ্দেশ্যে আইসিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন জানান যে, যারা চাকুরী করেন তারা জীবনে অর্ধেক সময় এখানে ব্যয় করেন, এটা একটা অন্যান্য ঘটনা। আগের দিনে অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীরা যন্ত্রপাতি সাহায্য ছাড়াই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমানে অফিসসমূহে কাজের পরিধি বেড়েছে, তাই অফিসসমূহে কর্মচারীরাই মূল প্রাণ বলে তিনি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিদায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ক্রেষ্ট তুলে দিচ্ছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ

গত ২২ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে বোর্ডের ২য় মেয়াদে নবনিযুক্ত ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মজীবন শেষে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ৬ জন কর্মকর্তা এবং ২ জন কর্মচারীকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন ঊর্ধতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব প্রীতি কান্তি ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাং শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী জনাব জীবেন্দ্র লাল বড়ুয়া, সহকারী প্রকৌশলী জনাব নিরঞ্জন নাথ, পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব রিদোয়ানুল হক, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আতিয়ার রাহমান এবং উচ্চমান সহকারী বেগম প্রতিমা পাল। অনুষ্ঠানের বোর্ডের সার্বক্ষণিক চারজন সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বোর্ডের বিদায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমের বিবরণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ:

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
	সেক্টরঃ কৃষি			
১.	সাজেক ইউনিয়নে ৮নং কুলোমণি কার্বারী পাড়ায় ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	পানির সংকট দূরীভূত হয়েছে
	সেক্টরঃ যাতায়াত			
২.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১১৪নং বালুখালী ইউনিয়নে চাকমা পাড়ায় ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
৩.	রাইখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের নোয়াপাড়া হতে খচুরী আগা বৈদ্যপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	৪০.০০	ঐ
৪.	রাঙ্গামাটি সদরের বালুখালী ইউনিয়নের চাকমা পাড়া হতে মার্মা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
৫.	তিনটিলা কেয়াং সংলগ্ন ব্রীজের এপ্রোচসহ প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	যাতায়াত ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে
৬.	বাঘাইছড়ি উপজেলার পশ্চিম খেদারমারা গ্রাম হতে দক্ষিণ পাবলাখালী গ্রাম পর্যন্ত মাটি কাটা ও মাটি ভরাটের মাধ্যমে সড়ক উন্নয়ন (২.৫০ কি.মি.)	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
৭.	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাংগালহালিয়া ইউনিয়নের নাইক্যছড়া হতে গবাছড়া সড়কের ১ম কি.মি. অংশে কালভার্ট নির্মাণ।	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
৮.	কাউখালী উপজেলাধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নের চৌধুরী পাড়া মুখ হতে ভুবন জিৎ কার্বারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	ঐ
৯.	ঘাগড়া বড়ইছড়ি সড়ক হতে ধর্মকুয়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
১০.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট হতে বাবুল বাড়ী হয়ে ১২নং টিলার এলজিইডি মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি কাটা ও মাটিভরাটকরণ কাজ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
১১.	রাইখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের খচুরী আগা বৈদ্যপাড়া হতে লাক্ষন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	৪০.০০	ঐ
১২.	কাউখালী উপজেলাধীন বগাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মংচিং মার্মার বাড়ী পর্যন্ত ০৫টি কালভার্ট, ০৩টি ক্রস ড্রেইন, এল ড্রেইন, ইউ ড্রেইন ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩.	কাউখালী উপজেলাধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নের মনি শংকর বাড়ী হইতে ভাইস-চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	ঐ

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১৪.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন তক্ষশিলা বনবিহার মাঠ হতে হাতিমারা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি কাটা ও মাটি ভরাটকরণ কাজ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
১৫.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট আর্মি ক্যাম্প হতে ২নং টিলা এবং ১নং টিলার মসজিদ হয়ে মালিকের বাড়ী পর্যন্ত মাটি কাটা ও মাটি ভরাট করণ কাজ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
১৬.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১০৯নং সাপছড়ি মৌজার শালবন পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন বাগানীদের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
১৭.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন মেইন সড়ক হতে তক্ষশিলা বনবিহার পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	৬৫.০০	ঐ
১৮.	রাইখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ডুলুপাড়াস্থ বক্স কালভার্ট ও আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৪০.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়েছে
১৯.	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নে লত্যাছড়ি বান্দরয্যা তঞ্চঙ্গ্যা দোকান হতে সুধন্যা কুমার ও নীল তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ী হয়ে এগুজ্যাছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
২০.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি উপর পাড়ায় আরসিসি রাস্তাসহ সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৪০.০০	ঐ
২১.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং উঁচুপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
২২.	রাঙ্গামাটি-কাপ্তাই সড়ক হইতে কামিলাছড়ি ঈশ্বরচন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	ঐ
২৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নে নলবুনিয়া বৌদ্ধ বিহার হতে প্রভাত চন্দ্র চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
২৪.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উন্নয়ন বোর্ডের মূল সড়ক হতে উত্তর সারোয়াতলী বিহার পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিংকরণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে
২৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন চিমত্মারাম ছড়া থেকে বিডিআর ক্যাম্পের টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
২৬.	লংগদু উপজেলাধীন ৭নং লংগদু ইউনিয়নের দজরপাড়া লংগদু খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
২৭.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন পশ্চিম হাতিমারা বিজয় প্রসাদ চাকমার বাড়ী হইয়া হাতিমারা ছড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	ঐ
২৮.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি প্রধান সড়ক হতে জুরাছড়ি সড়কের উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	১১.৩৮	ঐ
২৯.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ডব্বালা বাগালহলিয়া সড়ক হইতে খন্ডাকাটা-তালতলী হয়ে চন্দ্রঘোনা বান্দরবান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	ঐ

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৩০.	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের মিতিঙ্গাছড়ি সড়ক উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২০.০০	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩১.	চন্দ্রঘোনা থানাধীন ২নং রাইখালী ইউনিয়নে কারিগর পাড়া বাজার হইতে ভালুক্যা সড়কের বিভিন্ন অংশে ওয়াল এবং এল/ইউ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২১.৬৯	রাস্তা ভাঙ্গন রোধসহ পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়েছে
৩২.	বিএফআইডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.	ফারুয়া হাইস্কুলের সামনের কালভার্টের এপ্রোচ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	কালভার্টটি মজবুত হয়েছে
৩৪.	বড় দুরছড়ি জিসিআর রাস্তা হতে শ্যামল কান্তি চাকমার বাড়ী হয়ে দুরছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৫.	লংগদু উপজেলাধীন বইট্টা পাড়া গ্রামের আনসার ক্যাম্প হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন প্রধান সড়ক হতে মনসুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	ঐ
৩৬.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন সতের মাইল প্রধান সড়ক হইতে খ্রিচান পাড়া ড. জ্ঞানশ্রী সাধনা বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	ঐ
	সেক্টর: শিক্ষা			
৩৭.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মানিকছড়ি আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্রাসার পাকা ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা উপযোগীসহ শিক্ষাদান সম্প্রসারিত হয়েছে
৩৮.	লংগদু উপজেলাধীন উত্তর ইয়ারিংছড়ি সেনামৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৮.৭৫	ঐ
৩৯.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কাম হলরুম নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৪৫.০০	শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৪নং কুতুকছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত দক্ষিণ কুতুকছড়ি উপজাতীয় ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	দূরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে
৪১.	রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসার শ্রেণি কক্ষ সম্প্রসারণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	শিক্ষাদানে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আমানত বাগ এলাকায় রাঙ্গামাটি দারুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা উপযোগীসহ শিক্ষাদান সম্প্রসারিত হয়েছে
৪৩.	নানিয়ারচর উপজেলাধীন গাইন্দ্যাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যুতায়ন ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	০৮.০০	পাঠদানে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.	কাপ্তাই উপজেলাধীন লোটাস শিশু সদনে আশ্রিত অনাথ শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৫.	রাজস্থলী কলেজের মূল ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩৪.৩৫	প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা উপযোগীসহ শিক্ষাদান সম্প্রসারিত হয়েছে
৪৬.	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	শিক্ষাদান সম্প্রসারিত হয়েছে
৪৭.	বেতবুনিয়া বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৮.	কাউখালী উপজেলাধীন কাশখালী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	শিক্ষাদান সম্প্রসারিত হয়েছে
৪৯.	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নে এস এম চৌধুরী শিশু সদন সম্প্রসারণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	ঐ
৫০.	বরকল উপজেলাধীন খুববাং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	ঐ

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৫১.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই-বেঞ্চ ও লো-বেঞ্চ সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	পাঠদানে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫২.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	২০১৫-২০১৭	০৬.০০	শিক্ষার্থীদের আইটি জ্ঞান অর্জনে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
	সেক্টরঃ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি			
৫৩.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা কাচালং ডিগ্রি কলেজের জন্য অডিটোরিয়াম নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৫০.০০	কলেজের অনুষ্ঠান সম্পদানে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৫৪.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ইন-রাঙ্গামাটি মিউজিক্যাল ব্যান্ড এর জন্য বাদ্যযন্ত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	সঙ্গীত চর্চায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে
	সেক্টরঃ সমাজকল্যাণ			
৫৫.	রাঙ্গামাটি তপোবন আশ্রমের মূল মন্দির পাকাকরণ	২০১৫-২০১৭	১১.০০	মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.	জুরাছড়ি উপজেলার যক্ষা বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৭.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৫৭.	কাউখালী উপজেলাধীন বেণুবন উত্তমানন্দ ধর্মবন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	বিহারটির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৫৮.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি মিলন বিহার উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	বিহারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে
৫৯.	কাঁঠালতলীস্থ রসুলপুর এবাদতখানার ওজুখানা ও টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৬০.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার পূর্ব ট্রাইবেল আদাম এলাকার পারমী বৌদ্ধ বিহারের দ্বিতল ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	ভিক্ষুসংঘের আবাসন ও ধর্মচর্চায় সুবিধা হয়েছে
৬১.	ডিজিএফআই আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩৪.৩০	এলাকাটির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৬২.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন হাজারীবাক বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুনিবাস নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৮.৫০	আবাসন সংকট লাঘব হয়েছে
৬৩.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বার এসোসিয়েশন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	বারের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.	ভেদভেদীতে পুরাতন টেনিস কোর্টের জায়গায় বায়তুস সালাম জামে মসজিদ ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	৩০.০০	মুসল্লিদের নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৬৫.	রাঙ্গামাটি অখন্ডমন্ডলী উপাসনা মন্দিরের ভবন নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	মন্দিরের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৬৬.	রাঙ্গামাটি কালেক্টরেট জামে মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	মসজিদটি উন্নতর করা হয়েছে
৬৭.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আপার রাঙ্গামাটি জামে মসজিদের দরজা, জানালা, রং-চুনকামকরণসহ রান্নাঘর ও টয়লেট নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	০৭.০০	মসজিদের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৬৮.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র সৎ সংঘ আশ্রমের উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	১০.০০	আশ্রমের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৬৯.	হিলনিউজ২৪ডটকম, সিএইচটিজার্নালডটকম, পাহাড় ২৪ডটকম, জেলা অনলাইন প্রেসক্লাব এবং সাংবাদিক ফোরামের অফিসের জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী এবং ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	২৭.০০	সাংবাদিকবৃন্দের দলিলপত্র সংরক্ষণ ও সংবাদ প্রচারে সুবিধা হয়েছে
৭০.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি লুম্বিনী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	বিহারের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৭১.	দক্ষিণ কালিন্দীপুরস্থ শ্রী শ্রী দশভূজা মাতৃমন্দির নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	মন্দিরের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৭২.	বাঘাইছড়ি জীপ ও পিকআপ মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস কাম যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১২.০০	সমিতির কার্যক্রমসহ যাত্রীদের বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭৩.	রুইলুই ত্রিপুরা পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	অনুষ্ঠান আয়োজনে সুবিধা হয়েছে

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৭৪.	সাজেকের নন্দরাম পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	বিহারের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৭৫.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন জীবতলী জেতবন মঙ্গল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২২.৭৫	ঐ
৭৬.	লংগদু উপজেলাধীন সোনাই দশবল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	ঐ
৭৭.	লংগদু উপজেলাধীন চাকমা সার্কেলের ২৫নং সোনাই মৌজায় হেডম্যান অফিস নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	অফিসিয়াল কার্যক্রমে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৮.	কাপ্তাই উপজেলাধীন ১১৯নং ভার্য্যাতলী হেডম্যান কার্যালয় নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৬.৫০	কার্যক্রমে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৯.	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাংগালহালিয়া আগাপাড়া অনাথ আশ্রম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় তলা)	২০১৫-২০১৭	২৫.০০	আশ্রমের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮০.	বরকল উপজেলাধীন আইমাছড়া ইউনিয়নে আন্ধার মানিক গ্রামে খাবার জল সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তিতে সুবিধা হয়েছে
৮১.	জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুবলং শাখা বনবিহারের সিমিতং ঘর নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	২০.০০	বিহারের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে
৮২.	বরকল উপজেলাধীন ঠেগামুখ বাজার ও আশপাশের এলাকায় পাম্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১২.০০	বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তিতে সুবিধা হয়েছে
৮৩.	বরকল উপজেলাধীন আধার মানিক গ্রামে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য পাইপ ও জলাধার স্থাপন	২০১৬-২০১৭	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি ও চাষাবাদে সুবিধা হয়েছে
৮৪.	সিএইচটিটাইমস২৪.কম এর জন্য কম্পিউটার, আসবাবপত্র; বাংলাদেশ টেলিভিশন রাঙ্গামাটি নিউজ শাখার জন্য ক্যামরা, ল্যাপটপ, এডিটিং মেশিন, আসবাবপত্র; সিএইচটি অবজারভার অফিসের জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরবরাহকরণ ও সিএইচটিটুডে২৪.কম এর জন্য কম্পিউটার সরবরাহকরণ	২০১৬-২০১৭	৩০.০০	সাংবাদিকবৃন্দের সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা হয়েছে
৮৫.	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকায় (দ্বিগবিজয় রায় গং এর বাড়ী সংলগ্ন) পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন	২০১৬-২০১৭	০৩.০০	বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তিতে সুবিধা হয়েছে
৮৬.	রাঙ্গামাটি এনএস কার্যালয়ের জন্য ল্যাপটপ সরবরাহকরণ	২০১৬-২০১৭	০৪.৫০	আইটি কার্যক্রমে অগ্রগতি এসেছে
	সেক্টর: ভৌত অবকাঠামো			
৮৭.	আঞ্চলিক পরিষদের অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য বোর্ডের পুরাতন রেষ্ট হাউজ ভবন সম্প্রসারণ	২০১৬-২০১৭	২০৮.০০	অতিথিদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৮.	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত ভেদভেদীস্থ কোয়ার্টার সংস্কার	২০১৬-২০১৭	১০.০০	ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনায় সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৯.	কাঠালতলীস্থ সিনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন বাঁধের উপর কালভার্টসহ রাস্তা সংস্কার	২০১৬-২০১৭	৩২.০০	যাতায়াত সহজতর হয়েছে
৯০.	বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে ত্রিপুরা ছাত্রাবাসের মন্দির নির্মাণ	২০১৬-২০১৭	১৫.০০	ছাত্রদের ধর্মচর্চায় সুবিধা হয়েছে
৯১.	কালিন্দীপুরস্থ আবাসিক এলাকায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৬-২০১৭	০৭.০০	এলাকাটির ভাঙ্গনরোধ করা হয়েছে
৯২.	কাঠালতলীস্থ সিনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টারে সোলার স্থাপন	২০১৬-২০১৭	০৬.০০	বৈদ্যুতিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৩.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিস ভবন ও কনফারেন্স হল উন্নয়ন	২০১৬-২০১৭	৪০.০০	অফিসিয়াল কার্যক্রম ও সভা/সেমিনার আয়োজনে সুবিধা হয়েছে
৯৪.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাস্থ পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন বোর্ডের ঘাট ও রেষ্টুরেন্ট উন্নয়ন	২০১৬-২০১৭	১৫.০০	পর্যটকদের ভ্রমণ ও খাবার প্রাপ্তির সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	স্কিমের নাম	আরম্ভ ও সমাপ্ত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৯৫.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১নং ওয়ার্ডের নতুন জালিয়া পাড়া ভাঙ্গন রক্ষার্থে দক্ষিণ পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৬-২০১৭	১৫.০০	পাড়াটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষিত হয়েছে
৯৬.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন স্বর্ণটিলা এলাকায় অবস্থিত প্রাচীন কবরস্থানের বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	কবরস্থানটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে
৯৭.	পুলিশ সুপারের বাংলো সংলগ্ন গার্ডরুম সংস্কার	২০১৫-২০১৭	১০.০০	গার্ডরুমটির ভাঙ্গন রোধ করা হয়েছে
৯৮.	ডিসি বাংলোর গ্যারেজের উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	১২.০০	গ্যারেজ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৯.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পরিদর্শন বাংলো উন্নয়ন	২০১৫-২০১৭	২২.৯০	চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরিদর্শন কাজে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের শেড মেরামতকরণ	২০১৫-২০১৭	১১.০৪	শেডটির ভাঙ্গন রোধ করা হয়েছে
১০১.	রাঙ্গামাটি সদরে প্রান্তিক অডিটরিয়ামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	২০১৫-২০১৭	৫০.০০	তাপমাত্রায় স্বস্তিবোধ আনা হয়েছে
১০২.	বাঘাইছড়ি কাচালং দাখিল মদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	মাদ্রাসাটি রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ দলিল পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা হয়েছে
১০৩.	সাজেকের নন্দরাম পাড়া স্কুলের সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	যাতায়াতে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৪.	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বোর্ডের রেষ্ট হাউস নবায়ন ও সংস্কার	২০১৫-২০১৭	০৭.০০	রেষ্ট হাউস সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৫.	বারঘোনিয়া ইটবালীয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন রাস্তা ও ব্রীজ রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১০.০০	রাস্তা ও ব্রীজটির ভাঙ্গন রোধ করা হয়েছে
১০৬.	রাজস্থলী উপজেলাধীন ডাক বাংলো বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৫-২০১৭	১৫.০০	বিহারটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে
১০৭.	লংগদু হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৬-২০১৭	০৪.০০	স্কুলটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে
		মোট=	২৪৮০.৮৮	২৪৬৯.৬০

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	প্রকল্পে নাম	অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
	খাত: যাতায়াত			
১.	লংগদু উপজেলায় কাচালং নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (মাইনীমুখ বাজার হতে গাথাছড়া পর্যন্ত)	২০১২-২০১৯	১০৫০.০০	যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
	খাত: শিক্ষা			
২.	বাঘাইছড়ি উপজেলার সিজক কলেজের ৮০ ফুট লম্বা ৪তলা বিশিষ্ট শিক্ষকদের আবাসিক ভবন কাম ডরমেটরী নির্মাণ	২০১৪-২০১৭	১৩০.০০	শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা সমাধান হয়েছে
	খাত: সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো			
৩.	রাঙ্গামাটি শহীদ মিনার সংস্কার ও উন্নয়ন	২০১২-২০১৭	১০০.০০	শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৪.	ভেদভেদীস্থ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনের ভবন উন্নয়ন	২০১৩-২০১৭	৮০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৫.	বনরূপাস্থ শ্রী শ্রী জগদ্বার্থী মাতৃমন্দিরের ভবন উন্নয়ন	২০১৩-২০১৭	৭৫.০০	ঐ
৬.	বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে উপজেলা জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৩-২০১৮	৭৫.০০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৭.	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মসজিদ নির্মাণ	২০১৫-২০১৮	৬০.০০	ঐ
	সর্বমোট=		১,৫৭০.০০	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০১	০৪	০৫	০১	-	০১	২৪.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১.৪৮%	১.৪৮%
২.	যাতায়াত	৫৬	৩১	৮৭	৩৪	০১	৩৫	৮১৫.২১	৭৫৭.৮৫	৭৫৭.৮৫	৩২.১৬%	৩২.১৬%
৩.	শিক্ষা	১৮	২০	৩৮	১৫	০১	১৬	৩৮১.৫৭	৪১৬.৬৩	৪১৬.৬৩	১৭.৬৮%	১৭.৬৮%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৪	০৫	০৯	০২	-	০২	৭৬.৯৫	৬১.৪৪	৬১.৪৪	২.৬২%	২.৬২%
৫.	সমাজকল্যাণ	৪১	৩২	৭৩	২৮	০৪	৩২	৬০৫.৬৮	৬০১.৩৬	৬০১.৩৬	২৫.৫২%	২৫.৫২%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	২৫	২৪	৪৯	২০	০১	২১	৪৫৬.৫৯	৪৮৪.১২	৪৮৪.১২	২০.৫৪%	২০.৫৪%
	সর্বমোট=	১৪৫	১১৬	২৬১	১০০	০৭	১০৭	২৩৬০.০০	২৩৫৬.৪০	২৩৫৬.৪০	১০০%	১০০%

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২১	০২	২৩	০১	-	০১	১০০০.০০	১৪৪০.৬২	১৪৪০.৫২	৬১%	৬১%
২.	শিক্ষা	০৫	০২	০৭	০১	-	০১	১৯৫.০০	২০৩.০০	১৭৯.৫৫	৭.৫০%	৭.৫০%
৩.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	১০	০২	১২	০৫	-	০৫	৬০৫.০০	৬৯৬.৩৮	৬৯৬.২১	২৯.৩০%	২৯.৩০%
৪.	পানীয় জল	-	০১	০১	-	-	-	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১.২০%	১.২০%
	সর্বমোট=	৩৬	০৭	৪৩	০৭	-	০৭	১৮৩০.০০	২৩৭০.০০	২৩৪৬.২৮	৯৯%	৯৯%

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন

শিক্ষা খাত

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সূচনালগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণসহ পুনঃনির্মাণ, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা সামগ্রীসহ আসবাবপত্র সরবরাহ, উন্নতমানের ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপসহ আধুনিক মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করেছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় এর শুভ উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি সদরস্থ রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি সদরস্থ রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর আওতায় এ বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, সীমানাপ্রাচীর এবং প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়টি নির্মাণ করার ফলে শ্রেণীর কক্ষে পাঠদানে অনেক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপদে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একসাথে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও বর্তমানে বিদ্যালয়টিকে ব্যবহার করতে পারছে। গত ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় এর নবনির্মিত ভবনটি শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় উক্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা মহিলা সংসদ সদস্য বেগম ফিরোজা বেগম চিনু, মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জনাব মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কাম হলরুম উদ্বোধন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কাম হলরুম নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, লাইব্রেরি কাম হল রুমটি নির্মাণ করার ফলে স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা একসাথে বসে অংশগ্রহণ করতে পারছে ও লাইব্রেরিতে অবস্থান করে বিভিন্ন ধরনের বই পড়া সুযোগ পাচ্ছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং অনেক নতুনতু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে বলে তিনি জানান। বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। প্রায় ৪৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ লাইব্রেরি কাম হলরুমটি নির্মাণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, প্রকৌশল ইউনিট, রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি সদরস্থ সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কাম হলরুমের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র বিতরণ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র বিতরণ করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেগম চন্দ্রা দেওয়ান এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রসমূহ বুঝে নেন। আসবাবপত্র বিতরণকালীন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ ও নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার নিকট বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তুলে দিচ্ছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ

যাতায়াত খাত

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে জন্য রাস্তা, ব্রিজ, ফুটব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যোগাযোগ খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ এখনও অনুন্নত। অনেক উপজেলায় যেতে পানি পথে যাতায়াত করতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে গেলে যাতায়াত করতে খুবই অসুবিধা হয়ে পড়ে। এখনও অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে হেঁটে যাওয়া ব্যতীত কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রীজ, কালভার্ট, ফুটব্রিজ না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য ঠিকমত বাজারজাত করতে পারছে না। ফলে কৃষকগণ ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

রাঙ্গামাটি সদরস্থ বালুখালী ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং উঁচুপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ফুট ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং উঁচুপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ করেছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া উক্ত ফুট ব্রিজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং উঁচুপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ফুট ব্রিজটি নির্মিত হওয়ায় এলাকাবাসী জানান যে, খারিক্ষ্যং উঁচুপাড়া, নিচু পাড়া, করল্যাছড়ি, ফুলগাজীপাড়া ও মরিচ্যাবিল হতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা-যাওয়া খুবই সহজ হয়েছে। এতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এলাবাসীদের সময় সাশ্রয় যেমন হয়েছে তেমনি পরিশ্রমও অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। ফুট-ব্রীজটি নির্মাণে ফলে সংশ্লিষ্ট একালাসমূহের প্রায় ২০০ পরিবার উপকৃত হবে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি ক) নতুন	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বীর কুমার চাকমার জমি হতে ক্ষীরোদ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচনালা নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৫.০০	সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নতি হয়েছে যার ফলে এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনমান উন্নত হবে
২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভাইবোনছড়ায় কুমার ধন পাড়ার হারুং গারার সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৫.০০	ঐ
৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গামারীঢালা পিডিসি পাকা সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৫.০০	ঐ
৪.		মহালছড়ি উপজেলাধীন রুইথি কার্বারী জমির উপর সাউড ওয়ালসহ ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্য একটি সেচ ড্রেইন নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৪.০০	ঐ
৫.		রামগড় উপজেলায় ফেনীরকূল মহামুনি বিলে কৃষি সেচ ড্রেইন নির্মাণ ও সংস্কার	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	১০.০০	ঐ
৬.	যাতায়াত ক) চলতি	দীঘিনালা উপজেলাধীন চৌংড়াছড়ি ফুলচান কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পুরাতন শিবির পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবিকরণ	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	২০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রবিধন কার্বারী পাড়া হতে নবকুমার পাড়া পর্যন্ত ৮.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	মু- ৩৯.২০ সং-৩৯.৩৭	ঐ
৮.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নতুন বাগান হয়ে রবিধন পাড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ১.৫০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	মু- ৩৫.৭০ সং-৩৫.৮৯	ঐ
৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নতুন বাগান হয়ে রবিধন পাড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-১.৫০ কি.মি. হতে ৩.০০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৬.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	যাতায়াত ক) চলতি	দীঘিনালা উপজেলাধীন গোলছড়ি হতে ঝরঝরিয়া পাড়া হয়ে লম্বাছড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ১.৫০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৫.৭০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১.		দীঘিনালা উপজেলাধীন গোলছড়ি হতে ঝরঝরিয়া পাড়া হয়ে লম্বাছড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি.রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-১.৫০ কি.মি. হতে ৩.০০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৬.৩০	যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.		মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি সওজ রাস্তার মানিকছড়ি বেইলী ব্রীজ হতে হাতি পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ২.০০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৮.৫০	ঐ
১৩.		খাগড়াছড়ি মহালছড়ি সওজ রাস্তা হতে দুল্যাখাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নকরণ (চেইনেজ-১.২০ কি.মি. হতে ২.৭০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৫.০০	ঐ
১৪.		খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি মঙ্গল চানপাড়া হতে যাদুরাম পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ১.৫০ কি.মি.)	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৫.০০	ঐ
১৫.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী চৌধুরী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সাপুড়িয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে একসত্যা পাড়া মাথা পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটিভরাটসহ ব্রীকসলিংকরণ	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৫.০০	ঐ
১৬.		গুমতি বাজার হতে গোকুল মনি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	মু- ৩৫.০০ সং-৩৫.১৮	ঐ
১৭.		মাটিরাঙ্গাস্থ বেলছড়ি হতে শান্তিপুর পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	মু- ৪০.০০ সং- ৪০.১৯	ঐ
১৮.		ভূয়াছড়ি আনসার ক্যাম্প হতে মধ্য ভূয়াছড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	৩৫.০০	ঐ
১৯.		লক্ষীছড়ি রাস্তা হতে লেমুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ
২০.		কমলছড়ি মৌজার খালকুল পাড়া হতে কমলছড়ি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা ব্রীকসলিংকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১.	যাতায়াত ক) চলতি	রামগড়স্থ পাতাছড়া মনিচন্দ্র পাড়া হয়ে বৌদ্ধ ধন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ৩০.০০ সং-৩০.২৯	রাস্তা নির্মাণের ফলে যোগাযোগ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২২.		খুলারাম পাড়া রাস্তা হতে কংচাইরী দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ২০.০০ সং-২০.২০	ঐ
২৩.		মুবাছড়ি ইউনিয়নের ধনপতি বাজার হতে ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের দাতকূপ্যা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ
২৪.		খাগড়াছড়ি সদরে ফুট বিল রাস্তার উন্নয়ন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ
২৫.		গুইমারা হাফছড়ি ইউনিয়নের নতুন পাড়া হতে নিশি কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবিকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ
২৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক হতে ছোটনালা পাড়া হয়ে কুকিছড়া পাকা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রতিরোধক সহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
২৭.		মহালছড়ি উপজেলায় সিঙ্গিনালা গ্রামে মেইন রাস্তা হইতে নিহাঅং কার্বারী হইয়অ রাপ্রু বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০০০(তিন হাজার ফুট) রাস্তা ব্রীক পেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ
২৮.		বর্নাল কমলা বাগান হতে এলাদুলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (চেইনেজ-০.০০ কি.মি. হতে ১.০০ কি.মি.)	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩৫.০০	ঐ
২৯.		খাগড়াছড়ি সদরে গোলাবাড়ী ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে লক্ষীধন চাকমার বাড়ি সংলগ্ন ছোট খাগড়াছড়ি ছড়ার উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৩০.		খাগড়াছড়ি সদরে গঞ্জপাড়ায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৩১.		ভাইবোনছড়া উগ্যপাড়া হতে লম্বাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৩২.		খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা হতে ৪ মাইল দেবেন্দ্র মোহন তৈবাকালাই পাড়া যাওয়ার রাস্তায় খাগড়াছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ রাস্তার ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩.	যাতায়াত ক) চলতি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বটতলী চাকমা পাড়া হতে কুমোদ রঞ্জন কার্বারী পাড়া যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৩৪.		রামগড় উপজেলায় বল্টুরাম টিলা হতে মুসলিম পাড়া পর্যন্ত ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ৩০.০০ সং-৩০.২৬	ঐ
৩৫.		মহালছড়ি উপজেলাধীন ১নং মহালছড়ি ইউনিয়নের অর্ন্তগত কেরেঙ্গানালা রাস্তা হতে কালাচান পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মাটিকাটাসহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩৫.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.	যাতায়াত খ) নতুন	মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী সিএন্ডবি রাস্তা হতে রাইঙ্গ্যা পাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পূর্ব তিনটহরী উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় মাটিকাটা, মাটিভরাট, সাইড ড্রেইন, প্রতিরোধক ওয়ালসহ এইচবিবিকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৪০.০০	ঐ
৩৭.		খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের ৯ মাইল হতে নবসৃষ্ট রাবার বাগানের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০.০০	ঐ
৩৮.		মাইসছড়ি স্কুল পাড়া মুখ হতে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তায় সাইড ড্রেইন, প্রতিরোধকসহ রাস্তা এইচবিবিকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০.০০	ঐ
৩৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভূয়াছড়ি হতে বেতছড়ি সড়কে বাংলাবাজারস্থ ব্রিজ হতে হোসেন এর বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি সদরে ভূয়াছড়ি বাংলাবাজার হতে দক্ষিণ ভূয়াছড়ি যাবার রাস্তায় মাটিকাটা, ক্রসড্রেইনসহ ব্রীকসলিংকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৩০.০০	ঐ
৪০.		খাগড়াছড়ি সদরের কমলছড়ি ইউনিয়নে বেতছড়ি খ্রিস্টান পাড়া হতে বদাপাড়া পর্যন্ত মাটিকাটাসহ রাস্তা উন্নয়ন	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	১৫.০০	ঐ
৪১.		মানিকছড়ি উপজেলায় ডেপুয়া পাড়া রাস্তা হতে নামার তিনটহরী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকপেভমেন্টকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	১৫.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২.	শিক্ষা ক) চলতি	দীঘিনালা উপজেলাধীন বড়াদম উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৪৩.		মহালছড়ি উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ২৫.০০ সং- ২৫.১৯	ঐ
৪৪.		ইটছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমি ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৪৫.		খাগড়াছড়ি সদরে এইচএম পার্বত্য হোমিওপ্যাথিক কলেজ ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৪৬.		পানছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ২৫.০০ সং- ২৫.১৭	ঐ
৪৭.		খাগড়াছড়ি মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের একাডেমিক ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৪৮.		ভাইনছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৪৯.		মানিকছড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণসহ আভ্যন্তরীন বিদ্যুতায়ন ও স্কুল ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	ঐ
৫০.		খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুর এলাকা ট্রাইবেল গার্লস হোস্টেলের দ্বিতল ভবন এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৫১.		খাগড়াছড়ি দশবল বৌদ্ধ বিহার ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৫২.		পানছড়ি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ২০.০০ সং- ২০.২৫	ঐ
৫৩.		মহালছড়ি উঃ মুনি জ্যোতি শিশু সদনের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৫৪.		লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নে কুতুবছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৫৫.	খ) নতুন	খাগড়াছড়ি সদরে ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২৫.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৬.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক) চলতি	মহাজন পাড়া সূর্যশিখা ক্লাবঘর নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ১৫.০০ সং- ১৫.৩৯	সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে
৫৭.	সমাজ কল্যাণ ক) চলতি	খাগড়াছড়ি বাজার জামে মসজিদের ৩য় তলা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৫০.০০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ঠিকমতো নামায কালাম আদায় করতে পারছেন
৫৮.		ধাম্মা বিচারা বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৫৯.		রামগড় উপজেলায় কালাডেবা মদ্রাসা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	মুসলিম অনাথ শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে
৬০.		মহালছড়ি উপজেলায় যৌথ খামার এলাকায় রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মু- ১৫.০০ সং- ১৫.১৭	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৬১.		দীঘিনালা নয় মাইল শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৬২.		জুরমরম শিব মন্দির উন্নয়ন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৬৩.		খাগড়াছড়ি সদরে সনাতন যুব পরিষদের ভবন সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	ঐ
৬৪.		শ্রী শ্রী শ্যামা মায়ের কালি মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	ঐ
৬৫.		খাগড়াছড়ি কোর্ট বিল্ডিং মসজিদ উন্নয়ন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৩০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৬৬.		মহালছড়ি করুণাদ্বয় বৌদ্ধ বিহারের সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৬৭.		গাড়ীটানায় শ্রী শ্রী সার্বজনীন কালি মন্দির ভবন নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৬৮.		খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ গঞ্জপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৬৯.		খাগড়াছড়ি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৭০.		খাগড়াছড়ি সদরে মধুপুর শ্মশান সংলগ্ন মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৭১.		খাগড়াছড়ি সদরে তেতুলতলা বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১২.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭২.	সমাজ কল্যাণ ক) চলতি	মহালছড়া ধনঞ্জয় দেওয়ান পাড়া শিব মন্দির নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৭৩.		ভাইবোনছড়ায় ছোটবাড়ী পাড়া মহাশ্মশানের শ্মশান শেড নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	০৮.০০	ঐ
৭৪.		মহাজন পাড়া জনবল বৌদ্ধ বিহার সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	ঐ
৭৫.		পানছড়ি উপজেলাধীন তারাবন ভাবনা কেন্দ্রের ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	ঐ
৭৬.		খাগড়াছড়ি সদরে আল আমিন বারিয়া মসজিদ সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৭৭.		খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের আড়াই মাইল এলাকায় রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে
৭৮.		মানিকছড়ি উপজেলায় একসত্যা পাড়া পুরাতন জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৪০.০০	নামায আদায়ে সুবিধা হয়েছে
৭৯.		খাগড়াছড়ি সদরে হ্যাংবোইবা পাঠাগার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	পাঠাগারে অধিক সংখ্যক বই সংরক্ষণ এবং পাঠকদের জ্ঞান অর্জনে সুবিধা বৃদ্ধি পাবে
৮০.	খ) নতুন	খাগড়াছড়ি সদরে খাগড়াপুর কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	০৫.০০	সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮১.		খাগড়াছড়ি সদরের পেরাছড়া ইউনিয়নের হাদুকপাড়া গ্রামে পাঁকা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	০৭.০০	যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৮২.		খাগড়াছড়ি রিপোটার্স ইউনিটির জন্য ল্যাপটপ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	০৩.০০	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে
৮৩.	ভৌত অবকাঠামো ক) চলতি	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউজ সংস্কার ও সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন কাজ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	৪৫.০০	সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের আবাসনের সমস্যা সমাধান হয়েছে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
৮৪.		সিরামুন (হাতিমুড়া) পাহাড়ে সিঁড়ি সম্প্রসারণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৫.	ভৌত অবকাঠামো ক) চলতি	কদমতলী এলাকায় টিলা ভাঙ্গনরোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	এলাকার বসবাসকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
৮৬.		ঠাকুরছড়া স্কুল এন্ড কলেজের পুরাতন ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২৫.০০	শিক্ষার মান উন্নতি হয়েছে
৮৭.		খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইন অভ্যন্তরীণ এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৮৮.		খাগড়াছড়ি সদরে জিরো মাইলে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির উপর টিনের ছাউনি নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১০.০০	বুদ্ধমূর্তিটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে
৮৯.		খাগড়াছড়ি বোর্ড ক্যাম্পাসে আবাসিক এলাকায় সীমানা প্রাচীর, আবাসিক ভবন মেরামত, সারপ্রেচ ড্রেইন, পয়ঃপ্রণালীসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	মেরামতের ফলে আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯০.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ খাগড়াপুর এলাকায় কবি রঞ্জন বাড়ীর পার্শ্বে খাগড়াপুর খাল ভাঙ্গন রোধকল্পে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০.০০	এলাকাটি খালের ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
৯১.		দক্ষিণ পানখাইয়া পাড়া নিউজিল্যান্ড রাস্তার আরসিসি ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১৫.০০	পানি নিষ্কাশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৯২.	খ) নতুন	খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	৩০.০০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামাজ আদায়ে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৩.		খাগড়াছড়ি রেস্ট হাউজের সৌন্দর্যবর্ধন ও প্রতিরোধক কাজ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	০৫.০০	খাগড়াছড়িস্থ রেষ্ট হাউজটি আধুনিকায়নের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে
৯৪.		খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের জন্য ০৪টি (চার) কম্পিউটার (প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্টাবলাইজার, ইউপিএস) সরবরাহকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	০৩.৫০	ইউনিট অফিসে দাপ্তরিক কার্যক্রম পূর্বের চেয়ে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে
৯৫.		খাগড়াছড়ি পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে কুমিল্লাটিলায় গুচ্ছগ্রামে ২০০'-০" লম্বা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	১৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
৯৬.		মহালছড়ি এপিবিএন কলেজের মাঠ ও রাস্তা উন্নয়ন	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২৫.০০	কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার মান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৯৭.		খাগড়াছড়ি আবাসিক এলাকায় সিনিয়র অফিসার্স কোয়ার্টার সম্প্রসারণ ও মেরামতকরণ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	১২.০০	মেরামতের ফলে বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে
		সর্বমোট=			২১১৩.৭৫	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প		প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	যাতায়াত ক) চলতি	পানছড়ি উপজেলাধীন দুদুকছড়া কবিরাজ চাকমার জমির পার্শ্বে ব্রীজ হতে নির্বাণপুর অরণ্য হয়ে সারা আদাম পর্যন্ত ৩.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ	২০১২	২০১৭	১৮৪.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকার ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার লোকের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		খাগড়াছড়ি সদর হতে মধু বাজার হয়ে শ্মশান পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণসহ শ্মশান শেড নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	২৭০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শবদেহ সৎকার কাজে সুবিধা হয়েছে
৩.		মানিকছড়ি বড়ডলু পুরাতন মসজিদ হতে ডেপুয়া পাড়া পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকার হাজার থেকে ১০ হাজার লোকের জীবন যাত্রার বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন শালবন রসুলপুর এলাকার ডাক্তার হাবিব এর বাড়ী সংলগ্ন ও আজি মিস্ত্রীর বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৬০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকার ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
		মোট=			৬৬৪.০০	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	-	১১টি	১১টি	-	৫টি	৫টি	৫৯.০০	৫৯.০০	৫৯.০০	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৪৯টি	৪৫টি	৯৪টি	৩০টি	৬টি	৩৬টি	১০৮৯.৯৫	১৩০২.৪৬	১৩০২.৪৬	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	১৯টি	১৯টি	৩৮টি	১৩টি	১টি	১৪টি	৪১৮.৯৪	৪৫৩.১৩	৪৫৩.১৩	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১টি	২টি	৩টি	১টি	-	০১টি	২৯.৩৯	১৯.৪৭	১৯.৪৭	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৩১টি	২৯টি	৬০টি	২৩টি	৩টি	২৬টি	৫৪০.৬১	৬২১.৪৭	৬২১.৪৭	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	১৩টি	২১টি	৩৪টি	৯টি	৬টি	১৫টি	২৬২.১১	৩৪৪.৪৭	৩৪৪.৪৭	১০০%	১০০%
	সর্বমোট=	১১৩টি	১২৭টি	২৪০টি	৭৬টি	২১টি	৯৭টি	২৪০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০		

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২০টি	৮টি	২৮টি	৪টি	-	৪টি	১৪৯৫.০০	১৬৫৫.০০	১৬৫৫.০০	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	২টি	-	২টি	-	-	-	৯৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০	১০০%	১০০%
৩.	সমাজকল্যাণ	১টি	১টি	২টি	-	-	-	১০০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১০০%	১০০%
৪.	ভৌত অবকাঠামো	২টি	-	২টি	-	-	-	১১০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০%	১০০%
	সর্বমোট=	২৫টি	৯টি	৩৪টি	৪টি	-	৪টি	১৮০০.০০	২০৫০.০০	২০৫০.০০		

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন

শিক্ষা খাত

খাগড়াছড়ি সদরে এইচএম পার্বত্য হোমিওপ্যাথিক কলেজ ভবন নির্মাণ (কোড নং-৭০৩০)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ইউনিট কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি সদরস্থ এইচ এম পার্বত্য হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ ভবনটি গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার মহোদয়, বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলমসহ কলেজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ এইচএম হোমিও প্যাথিক মেডিকেল ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

❑ **প্রকল্পের বিবরণ:**
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে এইচ এম পার্বত্য হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ ভবনটি অবস্থিত। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ইউনিট কর্তৃক নির্মিত এ ভবনে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। কলেজ ভবনের পরিমাপ প্রায় ১৮৭ বর্গমিটার। এ কলেজের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থী হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক কলেজ ভবন নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবে ।

❑ **প্রকল্পের সুফল:** খাগড়াছড়ি জেলার একটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক কলেজ। উক্ত কলেজটি নির্মানের ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সর্ম্পকে জনসাধারনের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে এবং চিকিৎসার মান উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ সহজে এবং অল্প খরচে উন্নত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে।

যাতায়াত খাত

খাগড়াছড়ি সদর হতে মধু বাজার হয়ে শশ্মান পর্যন্ত ৩.০০ কি.মি. রাস্তায় ফেক্সিবল পেভমেন্টকরণসহ শশ্মান শেড নির্মাণ (কোড নং-৫০১০)

গত ২৫ এপ্রিল, ১০১৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত খাগড়াছড়ি সদরের মধু বাজার হতে শ্মশান পর্যন্ত ফেক্সিবল পেভমেন্ট রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব চঞ্চুমনি চাকমা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি ইউনিট জনাব মোঃ মুজিবুল আলমসহ এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ মধু বাজার হয়ে শশ্মান পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

❑ **প্রকল্পের অবস্থান:** খাগড়াছড়ি সদর

❑ **প্রকল্পের বিবরণ:** মোট ২৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ১.৬০ কি.মি. রাস্তা, ২০১.১৫ মিটার আর.সি.সি ওয়াল, ১০০৯.৭৫ মিটার টো-ওয়াল, ৪১.১৪ মিটার আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ **প্রকল্পের সুফল:** রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশে সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে। প্রকল্প এলাকা এবং এর পাশ্ববর্তী এলাকা মিলে প্রায় ৪,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সুবিধা পাবে।

পানছড়ি উপজেলাধীন দুদুকছড়া কবিরাজ চাকমার জমির পার্শ্বে ব্রীজ হতে নির্বাণপুর অরণ্য কুঠির হয়ে সারা আদাম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (কোড নং- ৫০১০)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সর্ব উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সীমানা ঘেঁষে অবস্থিত পানছড়ি উপজেলা। পানছড়ি উপজেলায় ৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। এ উপজেলায় মৌজা রয়েছে ৭টি। এখানে সকল ধর্মের লোকের বসতি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক এ উপজেলায় দুদুকছড়া কবিরাজ চাকমার জমির পার্শ্বে ব্রিজ হতে নির্বাণপুর অরণ্য কুটির হয়ে সারা আদাম পর্যন্ত মোট ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.০৮ কি.মি. রাস্তা, ১৪২.৪৮ মিটার এল ড্রেইন, ৩৯.৪৬ মিটার ইউ ড্রেইন, ১১.১২ মিটার রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ করেছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।

পানছড়ি উপজেলাধীন নির্বাণপুর অরণ্য কুটির হয়ে সারা আদাম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ

❑ **প্রকল্পের সুফল:** রাস্তাটি নির্মাণের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে জেলা ও উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর হয়েছে। এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে উপজেলা সদরের এসে বাজারজাত করতে পারছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং আগের তুলনায় সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে। রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় প্রায় ৫,০০০ পরিবার এ সুবিধা পাবে।

মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী সিএন্ডবি রাস্তা হতে রাইঙ্গ্যা পাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পুর্ব তিনটহরী উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় মাটিভরাট, সাইড ড্রেইন, প্রতিরোধক ওয়ালসহ এইচবিবিকরণ (কোড নং-৭০৩০)

❑ প্রকল্পের এলাকা: মানিকছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

❑ **প্রকল্পের কার্যক্রম:** ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস কর্তৃক রাস্তা-০.৮৪ কি.মি., টো-ওয়াল-৫৩.৬৪ মিটার, এল ড্রেইন-১৫৪.৫২ মিটার, ইউ ড্রেইন-১০.০০ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ **প্রকল্পের গুরুত্ব:** মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী এলাকা প্রায় ১২০০ পরিবার এখন এ রাস্তা দিয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধন করার মাধ্যমে এলাকাবাসী জীবন মানের উন্নয়ন।

❑ **প্রকল্পের সুফল:** রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বে তুলনায় অনেক সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী সিএন্ডবি রাস্তা হতে
রাইঙ্গ্যা পাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পুর্ব তিনটহরী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিমের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করে থাকেন বোর্ডের মাননীয় চেয়াম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, প্রকৌশলীবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলায় কুতুবের জমির সীমানা হতে ওমরের টেক পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম।

লংগদু উপজেলায় কুতুবের জমির সীমানা হতে ওমরের টেক পর্যন্ত
সেচ নালা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলা কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্লুইস গেইট নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দেয়। এতে কৃষিকাজের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই চাহিদা মাফিক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কৃষি খাতের উন্নয়নে লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বীর কুমার চাকমার জমি হতে ক্ষীরোদ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ করা হয়। এতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি সদস্থ ভাইবোনছড়া এলাকা, মহালছড়ি এবং রামগড় উপজেলায় কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ বীর কুমার চাকমার জমি হতে
ক্ষীরোদ কুমার চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ নালা নির্মাণ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ (কোড নং-৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কৃষি	বান্দরবান সদর উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান ও হিলটপ রেষ্ট হাউজে বিভিন্ন উন্নত জাতের চারা সরবরাহ	২০১৬	২০১৭	২.০০	রেষ্ট হাউজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে
২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ০৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের মহিলা কার্বারী পাড়ায় পানীয় জল ও মৎস্য চাষের সুবিধার্থে জলাধার নির্মাণ	২০১৬	২০১৮	৫.০০	জলাধার নির্মাণের ফলে কৃষি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফলে মৎস্য চাষের মাধ্যমে অনেকে স্বাবলম্বী হতে পারবে
৩.	যাতায়াত	বাকীছড়া-কিবুকছড়া সড়ক হতে বালুমুড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	২৫.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ০৯নং রাবার বাগান এলাকায় রাস্তায় এইচবিবিকরণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা-বাঘমারা সড়ক হতে হেবরণপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	রাস্তাটি সংস্কারের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের লামা সুয়ালক রাস্তা থেকে সাকখয় পাড়া পর্যন্ত বক্স কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	কালভার্টসহ রাস্তাটি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুঝিড়ি পাড়া (লম্বাঘোনা পাড়া হতে শৈন্ন্যউ পাড়া) রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৬.১০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা মূল সড়ক হতে ঘোনাপাড়া পর্যন্ত ব্রীক সলিংকরণ	২০১৫	২০১৭	৩০.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যামল পাড়া যুব ক্লাব সংলগ্ন ক্যামলং ঝিড়ির উপর ফুট ব্রীজ সম্প্রসারণ ও রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.০০	এর ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.		বান্দরবান সদর উপজেলার বনরূপা পাড়া বাইশ পরিবার এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	এর ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	যাতায়াত	থানচি উপজেলার বড়মদক ভিতর পাড়া হতে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.৯০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.		থানচি উপজেলার বড়মদক বাজার হতে বিজিবি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা ও আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩১.৪৫	রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩.		থানচি উপজেলার থানচি মূল সড়ক হতে আইলমারা পাড়া হয়ে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৪০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাগান পাড়া থেকে হিন্দুপাড়া হয়ে বলিপাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৪৫.০০	-ঐ-
১৫.		রুমা উপজেলার রুমা সড়ক হতে আমতলী পুনর্বাসন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৬৬.০০	-ঐ-
১৬.		রুমা-মুন্নমপাড়া সড়কের ৮.০০ কি.মি. অংশে রিজিড পেভমেন্টকরণ	২০১৫	২০১৭	৩৪.৫০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		রুমা উপজেলার ইডেন পাড়া হতে মিনঝিড়ি পাড়া যাওয়ার রাস্তায় পলি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৫০.৬৬	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৮.		লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডস্থ হেডম্যান পাড়া থেকে টেকেরঝাঁকে আব্দুল্লাঝিড়ি সরকারি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৫০.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		আলীকদম উপজেলার ০২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডের ফুটের ঝিড়িতে ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৬০.০০	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২০.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরে কম্বনিয়া হতে মৌলভীর কাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩৪.০০	সড়কটি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২১.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি-সোনাইছড়ি সড়ক হতে ঘোনাপাড়া (কেয়ওয়া পাড়া) পর্যন্ত কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৪৬.০০	-ঐ-
২২.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাকঢালা বাজারের পার্শ্বে চিপ্রছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৫০.৩৯	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩.	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার বনরূপা পাড়া বাইশ পরিবার এলাকায় রাস্তা নির্মাণ (২য় পর্যায়)	২০১৬	২০১৭	৮.০০	রাস্তা নির্মাণের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের লামা-সুয়ালক রাস্তা হতে আমতলী মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	ঐ
২৫.		থানচি উপজেলার বড় মদক বাজার হতে বিজিবি ক্যাম্পের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১২.০০	ঐ
২৬.		লামা উপজেলা সদরে মারমা পাড়া রাস্তার উন্নয়ন	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	ঐ
২৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং রোডে মাল্টা বাগানের পার্শ্বে ছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৪০.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.	শিক্ষা	বান্দরবান সদরের কালেক্টরেট স্কুল ছাত্রাবাস (২য় তলা) নির্মাণ (পাকা ভবন সেনিটারী ও বিদ্যুৎতায়নসহ, দৈর্ঘ্য ৯৪-০˝ প্রস্থ ২৪-০˝)	২০১৪	২০১৭	৩৪.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে
২৯.		বান্দরবান সদরে রাজগুরু বৌদ্ধ বিহারে অনাথ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ (পাকা ভবন বিদ্যুৎতায়নসহ, দৈর্ঘ্য ৭২-০˝, প্রস্থ ২৪-০˝)	২০১৪	২০১৭	৫০.০০	-ঐ-
৩০.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের আমতলী তঞ্চঙ্গ্যাপাড়ায় পালি টোল নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	২৪.০০	-ঐ-
৩১.		বান্দরবান সদর উপজেলার রোয়াংছড়ি বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	৩০.০০	-ঐ-
৩২.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা হাই স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	৩০.০০	-ঐ-
৩৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুলের লাইব্রেরী কাম কমন রুম (২য় তলা) নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৩৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা নীচেরপাড়া বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৪	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫.	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার সাংগু স্কুল দ্বিতলকরণ	২০১৬	২০১৭	২৫.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৩৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার উত্তর গোয়ালিয়াখোলা এবতেদায়ী মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২২.৫০	-ঐ-
৩৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া মহা বৌদ্ধ বিহারে আসবাবপত্রসহ ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.০০	-ঐ-
৩৮.		ক্যাচিংঘাটা বীর বাহাদুর বিদ্যা নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.৩৩	-ঐ-
৩৯.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের কক্ষ সম্প্রসারণ	২০১৫	২০১৭	২৮.০০	-ঐ-
৪০.		লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৪১.		লামা উপজেলার হায়দানাসির মাদ্রাসার বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৪২.		লামা উপজেলার লামা পালিটোল ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৪৩.		লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের চিউনিপাড়া বঙ্গবন্ধু হাইস্কুল ভবন নির্মাণ (সিঁড়িসহ ২য় তলা)	২০১৫	২০১৭	২৫.১৭	-ঐ-
৪৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বরইতলী পাড়াস্থ ধর্মরক্ষিত ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৪৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি বড়ইতলী নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.০০	-ঐ-
৪৬.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৪৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি বিজিবি ব্যাটালিয়নের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়(২য় তলা) সম্প্রসারণ	২০১৫	২০১৭	১৩.০০	-ঐ-
৪৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের রামরী পাড়া ছাত্রাবাসের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০১৫	২০১৭	৬.০০	-ঐ-

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৯.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান জিমনেসিয়ামের বৈদ্যুতিককরণ	২০১৬	২০১৭	১.৫০	বৈদ্যুতিকরণের ফলে বেশি সময় জিমনিসিয়াম ব্যবহারের সুবিধা পাবে
৫০.		বান্দরবান সদর উপজেলার মার্মা শিল্পী গোষ্ঠীর জন্য সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহকরণ	২০১৬	২০১৭	২৫.০০	মার্মা শিল্পী গোষ্ঠী সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে
৫১.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার সিনিয়র পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ (পাকা ভবন সেনিটারী ও বিদ্যুৎতায়নসহ, দৈর্ঘ্য ৪০-০˝, প্রস্থ ৩৫-০˝)	২০১৪	২০১৭	২৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫২.		বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতালের ভবন সম্প্রসারণ (পাকা ভবন সেনিটারী ও বিদ্যুৎতায়নসহ, দৈর্ঘ্য ৪৫-০˝, প্রস্থ ৪২'-০˝)	২০১৪	২০১৭	৫১.৪৬	ভবনটি নির্মাণের ফলে জনসাধারণ সহজে এবং অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে
৫৩.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নে হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ (পাকা বিদ্যুৎতায়নসহ, দৈর্ঘ্য ৬০-০˝ প্রস্থ ৩০-০˝)	২০১৪	২০১৭	৪৬.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৪.		থানচি উপজেলায় মরিয়ম পাড়ায় মহিলা তাঁতী দলের বুনন ঘর নির্মাণ (সেমি পাকা, দৈর্ঘ্য ৩০-০˝, প্রস্থ ২০-০˝)	২০১৪	২০১৭	২৩.১১	বুনন ঘর নির্মাণের ফলে নারীরা অতিরিক্ত কাজে মনোযোগী হতে পারছে
৫৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার শৈল প্রভাত মহিলা সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৭.২৫	মহিলা সমিতির অফিসঘর নির্মাণের ফলে নারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান গীতা আশ্রম ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২২.৫০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার নোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সংযোগ সড়কসহ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.৫৭	-ঐ-
৫৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা কুটির শিল্পের ভবন সংস্কার, ১০টি সেলাই মেশিন ও ২টি পাওয়ার টিলার সরবরাহ	২০১৫	২০১৭	১৮.০০	ভবনটি সংস্কার, সেলাই মেশিন ও পাওয়ার টিলার সরবরাহের ফলে উক্ত এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে
৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার আমতলী মারমাপাড়া বৌদ্ধ বিহারের কক্ষ সম্প্রসারণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬০.		বান্দরবান সদর উপজেলার মংনু হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৬১.		বান্দরবান সদর উপজেলার হাফেজ ঘোনাস্থ শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের সেবাশ্রম নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬২.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার নিউ গুলশান গীতা পাঠশালা ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা সাতকমলপাড়া বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা থলিপাড়া ১নং ওয়ার্ডে স্বপ্নপুরি মহিলা সমিতি ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৬.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে নারীদের সাবলম্বী হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার লম্বাঘোনা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের উপাসিকা ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৬৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৬৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ শশ্মানের চাংখাই/চেরাই ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৬৩.০০	-ঐ-
৬৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার পূলপাড়া কালীমন্দির নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৬৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বাঘমারা হিন্দু মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
৭০.		বান্দরবানে পার্বত্য ভিক্ষু পরিষদ ভবন নবায়ন ও সংস্করকরণ	২০১৫	২০১৭	১৭.০০	-ঐ-
৭১.		বান্দরবান সদর উপজেলায় কাটলী পাড়া মহিলা সমবায় সমিতির ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে নারীরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারছে
৭২.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান বাজার মুদির দোকান ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতির উর্ধ্বমুখীকরণ	২০১৫	২০১৭	২০.৩৪	ভবনটি নির্মাণের ফলে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার পূর্ব বালাঘাটা জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৮.৫০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক মৌজার ফারুক পাড়া (নীচের পাড়ায়) একটি দ্বিতল কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৯.৯৬	ভবনটি নির্মাণের ফলে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৫.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী বাজার বৌদ্ধ বিহারের সীমা ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৬.		থানচি উপজেলার ভরতপাড়া মিলন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৭৭.		থানচি উপজেলার উপজেলা সদরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার (২য় তলা) নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	পাঠাগারটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন বই ও পত্রিকা সংরক্ষণ করা এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৮.	সমাজ কল্যাণ	থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের নাইক্ষ্যংপাড়া রত্ন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৯.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া আইলমারা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সম্প্রসারণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৮০.		থানচি উপজেলার থানচি উপজেলা সদরে রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.১১	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
৮১.		রুমা উপজেলার রুমা উপজেলা সদরে রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.০০	-ঐ-
৮২.		রুমা উপজেলার মুয়ালপি পাড়া ইসিসি গীর্জা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৬.২৫	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৮৩.		রুমা উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৫২.৫০	-ঐ-
৮৪.		রুমা উপজেলার আমতলী পুনর্বাসন পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৮.৭০	-ঐ-
৮৫.		রুমা উপজেলার হিন্দু মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
৮৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৩৪০নং তারাছা মৌজার পাইখ্যং নোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৮৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের থলীপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৮৮.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তেতুলিয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৮.০০	-ঐ-
৮৯.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ২নং তারাছা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পাইংক্ষ্যং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৮.০০	-ঐ-
৯০.		রোয়াংছড়ি উপজেলার কানাইজু পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
৯১.		লামা উপজেলার চাম্পাতলী বৌদ্ধ বিহার সংস্কার ও দ্বিতল ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৯২.		লামা উপজেলার তপোবন বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	-ঐ-
৯৩.		লামা উপজেলার জীনামেজু অনাথ আশ্রমের ভবন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.৫০	-ঐ-

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৪.	সমাজ কল্যাণ	লামা উপজেলার ৮নং ইউনিয়নের চিন্তাবর পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৬.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৫.		লামা উপজেলার লামা গজালিয়া জীপ/বাস স্টেশন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৯.০০	জীপ স্টেশন নির্মাণের ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
৯৬.		আলীকদম উপজেলার দোছড়ি রাইতুমনি পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২১.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৮০নং আলীক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	-ঐ-
৯৮.		বান্দরবান সদরে বাস ষ্টেশনে (পুরাতন) কাউন্টার নবায়ন ও সংস্কার	২০১৬	২০১৭	৭.০০	কাউন্টার নবায়ন ও সংস্কারের ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
৯৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০১৬	২০১৭	১৪.০০	হাসপাতালটি নির্মাণের ফলে জনসাধারণের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০০.		বান্দরবান সদর উপজেলার চেমী ডলু বটতলী বাঘমারা বৌদ্ধ বিহারের টাইলসহ নবায়ন ও সংস্কার	২০১৬	২০১৭	৮.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০১.		বোমাং রাজা ও হেডম্যান এসোসিয়েশনের জন্য প্লাস্টিকে চেয়ার সরবরাহ	২০১৬	২০১৭	৪.০০	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে
১০২.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার জ্ঞানরত্ন বৌদ্ধ বিহারের গেইটসহ সীমানা দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১০৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা বাজার জামে মসজিদের রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	মুসল্লিদের যাতায়াত সহজতর হয়েছে
১০৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার তুংখ্যংপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বারেন্দাসহ টয়লেট নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় কাজের সুবিধাসহ পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে
১০৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার সংঘ মেত্তা সেবাশ্রম আশ্রমে পিলারে টাইলসসহ রং এর কাজ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	উপাসনালয়টির সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে
১০৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা নীচেরপাড়া বৌদ্ধ বিহারের চূড়া, ফোর টাইলস ও সিলিংকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
১০৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১০৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.৩০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর হার ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৯.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ের রান্নাঘর সংস্কার,পুকুরের সিঁড়ি ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	২০.০০	শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১১০.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজগুরু বৌদ্ধ বিহারের সীমা ঘরের বাউন্ডারী ওয়াল ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	বাউন্ডারী ওয়াল ও ধারক দেওয়াল নির্মাণের ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে ও সীমা ঘর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১১১.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইচা থলিপাড়া এলাকায় ব্রীজের পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	ধারক দেওয়াল নির্মাণের ফলে ব্রীজটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১১২.		বান্দরবান হিলটপ রেষ্ট হাউজের গার্ড রুম, বাথ রুম, ডাইনিং হলে এসি স্থাপন, বারেন্দার ফ্লোরে টাইলস স্থাপন	২০১৬	২০১৭	৩৪.৫০	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
১১৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার লাল মোহন বাগান এলাকায় মসজিদের ওযুখানা, বাথরুম, পানি সরবরাহকরণ ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	২৫.০০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামায আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার ধুংখি অং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৮.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর হয়েছে
১১৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার রত্নপাড়া যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৮.০০	যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
১১৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার গোয়ালিয়া খোলা উত্তরপাড়া মসজিদের ওযুখানা ও পানিসরবরাহকরণ	২০১৬	১২.০০	৮.০০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামায আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১১৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার গোয়ালিয়া খোলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুকুরে নামার জন্য সিঁড়ি ও ওযুখানা নির্মাণ	২০১৬	১২.০০	১৩.৫০	-ঐ
১১৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার মেদোমং পাড়া বৌদ্ধ বিহারের গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৬	১২.০০	১৫.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১১৯.		বান্দরবান হিল টপ রেস্ট হাউজের ডাইনিং হলের উপরে ভিভিআইপি রুম নির্মাণ	২০১৬	১২.০০	৫৭.৫০	ভিভিআইপি এবং ভিআইপিদের থাকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২০.		বান্দরবান সদর উপজেলার থোয়াইংগ্য পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা দেওয়াল ও পাড়ার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	২০১৬	১২.০০	২৫.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২১.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার নতুন চড়ুইপাড়া রাস্তার পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৮.০০	যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
১২২.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্রাইখ্যংওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১২৩.		বান্দরবান সদরের প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স রুম নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩৪.০০	কনফারেন্স রুম নির্মাণের ফলে বিভিন্ন সভা আয়োজনে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার হাফেজঘোনা জামে মসজিদের আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল, দোকান ঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	মসজিদটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নামায আদায়ের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
১২৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা সাংগু ব্রীজ সংলগ্ন এলাকার বসতবাড়ি রক্ষার্থে প্রতিরোধক দেওয়াল ও ড্রেন নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	এলাকাটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১২৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নের চিনিপাড়া গ্রামে জিএফএস-এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ঐ এলাকায় দীর্ঘ দিনের পানির সমস্যা সমাধান হয়েছে
১২৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার বাকীছড়া-কিবুকছড়া সড়কে রাবার বাগানে যাওয়ার রাস্তায় ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	রাবার বাগানে যাওয়ার রাস্তাটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১২৮.		বান্দরবান টাউন হলের জেনারেটরসহ সাব-স্টেশন নির্মাণ এবং আনুষাঙ্গিক কাজ	২০১৫	২০১৭	১১৫.০০	সাব-স্টেশন নির্মাণের ফলে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা সহজতর হয়েছে
১২৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুপাড়া যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৮.০০	যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
১৩০.		বান্দরবান টাউন হলে এসি স্থাপন	২০১৫	২০১৭	১০০.০০	পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩১.		থানচি উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত	২০১৫	২০১৭	১৫.৬৮	ভবনটি মেরামতের ফলে সামাজিক কার্যকলাপের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩২.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের গ্রুপিংপাড়া ঘাট হতে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৩.	ভৌত অবকাঠামো	থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের নদীর ঘাট হতে সুবাস কার্বারী পাড়া পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৩৪.		থানচি উপজেলার বড়মদক আন্তারমানিক এলাকায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	বিশুদ্ধ পানির পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৩৫.		থানচি উপজেলার তংপাড়া বৌদ্ধ বিহারের আরসিসি ধারক দেওয়াল ও ফোর পাঁকাকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	বিহারটি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১৩৬.		থানচি উপজেলার ছোট মধু (ছোট মদক) পাড়াতে উঠার জন্য আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৩৭.		থানচি উপজেলার হেডম্যান পাড়া ফুট ব্রীজের পার্শ্বে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১৩৮.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া বাজার জামে মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৩৯.		থানচি উপজেলার বড়মদক বাজার হতে পাইমংপাড়া বৌদ্ধ বিহারে যাওয়ার জন্য আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৪০.		থানচি উপজেলার মৈত্রী শিশু সদনে টয়লেট নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৬.০০	পয়ঃ নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধান হয়েছে
১৪১.		রুমা উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া থেকে পালি খালে নামার আর.সি.সি সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে
১৪২.		রুমা উপজেলার রুমা বটতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারের বারেন্দা, নীচ তলায় ফ্লোর টাইলস, আনুষাঙ্গিক এবং রং এর কাজ	২০১৫	২০১৭	১২.০০	সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে
১৪৩.		রুমা উপজেলার নাইক্য ঝিড়ি হতে জিএসএফ-এর মাধ্যমে কৈক্ষ্যং বাজারে পানি সরবরাহ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানির পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৪৪.		রুমা উপজেলার বেথেল পাড়ায় রাস্তা ও প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৩০.৭২	যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে
১৪৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার মুরুংগো বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৮.২০	ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ঠিকমত নামায আদায় করতে পারছেন

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪৬.	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার ছাংও পাড়া পানির লাইন সংস্কার	২০১৫	২০১৭	১০.০০	বিশুদ্ধ পানির পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৪৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার মাসমুই পাড়া পানির সাপ্লাইকরণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
১৪৮.		রোয়াংছড়ি উপজেলার মুরগো বাজার হতে ছাংও ঝিড়ি পর্যন্ত পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৮.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে
১৪৯.		রোয়াংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং ইউনিয়নের কচ্ছপতলী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক, ০২টি টয়লেট , শিক্ষক ডরমেটরী ও ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	৫৪.০০	শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫০.		লামা উপজেলার মাতামহুরী কলেজ মসজিদের বারান্দা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৫১.		লামা উপজেলার মাষ্টার পাড়া শশ্মানের চেরাং ঘর ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	-ঐ-
১৫২.		লামা উপজেলার কোর্ট মসজিদ সংস্কার	২০১৫	২০১৭	১৭.০০	-ঐ-
১৫৩.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি নয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারে উঠার জন্য পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১১.০০	যোগাযোগের সজতর হয়েছে
১৫৪.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি নয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন চেরাংঘর নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১২.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৫৫.		লামা উপজেলার ইয়াংছা বাজারের পূর্ব পার্শ্বে বেলী ব্রীজ সংলগ্ন পাড়া রক্ষার্থে প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২৫.০০	ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা হয়েছে
১৫৬.		লামা উপজেলার রাজবাড়ী নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১০.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১৫৭.		লামা উপজেলার আজিজনগর চাম্বি হেডম্যান পাড়ায় ভেঙ্গে যাওয়া শশ্মানের চেরাং ঘরের পার্শ্বে আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১৫৮.		লামা উপজেলার শিবাতলী বৌদ্ধ বিহারে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১১.০০	যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে
১৫৯.		আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং পাট্টাখাইয়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদের বারান্দা নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬০.	ভৌত অবকাঠামো	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরে শিশু পার্ক উন্নয়ন	২০১৫	২০১৭	২০.০০	শিশুদের বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬১.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তম্রুবাজার শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের নবায়ন, সংস্কার ও প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৫	২০১৭	২০.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৬২.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজার মাঠের পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী পুনঃনির্মাণ ও রেষ্ট হাউজ এলাকায় ০২ সেট আর.সি.সি বেঞ্চ ও টেবিল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৪.০০	যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে
১৬৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার কালাঘাটা গীর্জার টাইলসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০১৬	২০১৭	৬.৭৫	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার টাউন হলের সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখীকরণ ও ফাউনটেন্ট নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ	২০১৬	২০১৭	২০.০০	টাউন হলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬৫.		বান্দরবান শহরে ডাষ্টবিন স্থাপন	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয়েছে
১৬৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার থানা মসজিদের অযুখানা, টয়লেট নির্মাণ ও বারান্দা সংস্কার	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৬৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার এনএসআই অফিসে ওয়েটিং রুম, ড্রেইন, থাইগ্লাস ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০১৬	২০১৭	৮.০০	এনএসআই অফিসের পরিবেশ উন্নত হয়েছে
১৬৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারে টাইলস স্থাপন	২০১৬	২০১৭	১২.০০	ধর্মীয় আচারাদি সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
১৬৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ধর্ম সভায় বিদ্যুতায়নসহ মঞ্চের শেড নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৪০.০০	-ঐ-
১৭০.		বান্দরবান সদর উপজেলার বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় শশ্মানের টয়লেট নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ (৩ ইউনিট পুরুষ, ২ ইউনিট মহিলা)	২০১৬	২০১৭	১২.০০	-ঐ-
১৭১.		বান্দরবান সদর উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ডরমেটরী নবায়ন ও সংস্কার	২০১৬	২০১৭	৪.০০	বোর্ডের কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধান হয়েছে
১৭২.		বান্দরবান সদর উপজেলার উদালবনিয়া হস্তশিল্প কেন্দ্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে
১৭৩.		বান্দরবান সদরে ক্যচিং কার্বারী পাড়ায় সাংগু নদীতে নামার জন্য পাকা সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৮.৫০	যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		প্রাক্কলিত ব্যয়	স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭৪.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস বান্দরবান এ বিশুদ্ধ পানির জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	২০১৬	২০১৭	৫.০০	বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৭৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার ০৯নং ওয়ার্ডে কসাই পাড়া উপরে উঠার সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭৬.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হিলট রেষ্ট হাউজের ভিভিআইপি রুমের আসবাবপত্র সরবরাহ	২০১৬	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭৭.		রুমা উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের পানির লাইন সংস্কার	২০১৬	২০১৭	৫.০০	বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৭৮.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়ন ও তিন্দু ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ০৮টি ইঞ্জিন চালিত দেশীয় বোট সরবরাহকরণ	২০১৬	২০১৭	১০.০০	যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭৯.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের মেনরয় পাড়ায় ক্রামা গীর্জার সিঁড়ি নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৬.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৮০.		রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের আলেক্ষ্যং পাড়া পানি সরবরাহের পাইপ লাইন মেরামত	২০১৬	২০১৭	৬.০০	বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৮১.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ০৪নং নয়াপতং ইউনিয়নের বাওয়া ঝিড়ি হতে বাওয়া পাড়া পর্যন্ত জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০১৬	২০১৭	৬.০০	বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৮২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার মুরুগো বাজার পুলিশ ফাঁড়িতে উঠার সিড়ি ও ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০১৬	২০১৭	৬.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে
১৮৩.		লামা উপজেলার মাংখাই মুরুং পাড়ায় জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	২০১৬	২০১৭	১৫.০০	বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সহজতর হয়েছে
১৮৪.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের শিবাতলী পাড়ায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০১৬	২০১৭	৫.০০	-ঐ-
১৮৫.		লামা পৌর এলাকায় ডাস্টবিন স্থাপন	২০১৬	২০১৭	৭.৫০	পৌর এলাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে
		মোট=			৪০৭৬.৯০	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-৫০১০)

ক্রম.	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প		প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
		আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	লামায়-গজালিয়া বমুখালের উপর ৭০.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ (সড়কসহ প্রতিরোধক কাজ)	২০১০	২০১৮	৩৪৫.০০	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
২.	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা হতে রমতিয়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সলিং (এইচ.বি.বি)করণ (৪.০০ কি.মি.)	২০১০	২০১৮	৩২০.০০	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৩.	থানচি হতে ছান্দাক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কি.মি.)	২০১০	২০১৮	৩৭৫.০০	-ঐ-
৪.	বাগমারা বাজার হতে পূর্ব পাড়া যাওয়ার জন্য নোয়াপাড়া খালের উপর ৬০.০০ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	২০১২	২০১৮	৩৫০.০০	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৫.	ফাইতং মহিষখালিপাড়া হতে ধুইল্যাছড়ি হয়ে সুতাবাদিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কি.মি.)	২০১২	২০১৮	২৫০.০০	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৬.	সুয়ালক-বঙ্গপাড়া গণেশপাড়া সড়ক নির্মাণ (৪.৫০ কি.মি.)	২০১২	২০১৮	৩৫০.০০	-ঐ-

ক্রম.	সমাপ্তকৃত প্রকল্পে নাম	প্রকল্প		প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
		আরম্ভ তারিখ	সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬
৭.	রূপসীপাড়া বাজার হতে মংপ্রু পাড়া সড়কের লামা খালের উপর ৯০.০০ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	২০১২	২০১৮	৫২৫.০০	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৮.	রুমা-মুন্নম পাড়া রাস্তা হতে মিনঝিড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কি.মি.)	২০১৩	২০১৮	২৭০.০০	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৯.	উজিমুখ হেডম্যান পাড়া হতে জর্ডান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩.০০ কি.মি.)	২০১৩	২০১৮	১৯৫.০০	-ঐ-
	সর্বমোট=			২৯৮০.০০	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং- ৭০৩০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	-	০৫টি	০৫টি	-	০২টি	০২টি	২১.০০	২৯.৯৯	২৯.৯৯	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	২১টি	১৬টি	৩৭টি	২০টি	০৫টি	২৫টি	৫৩০.৫৫	৬৩৩.৫১	৬৩৩.৫১	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২১টি	১৪টি	৩৫টি	২০টি	০১টি	২১টি	৩২৫.৫৯	৩৪০.০৩	৩৪০.০৩	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	০২টি	০২টি	-	০২টি	০২টি	১৬.৫০	২৬.৫০	২৬.৫০	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৫১টি	৩৩টি	৮৪টি	৪৭টি	০৪টি	৫১টি	৭৩৭.৩০	৭৭৮.৪২	৭৭৮.৪২	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	৬৩টি	৭৩টি	১৩৬টি	৬০টি	২৪টি	৮৪টি	১০১৯.০৬	১১৪১.৫৫	১১৪১.৫৫	১০০%	১০০%
	সর্বমোট=	১৫৬টি	১৪৩টি	২৯৯টি	১৪৭টি	৩৮টি	১৮৫টি	২৬৫০.০০	২৯৫০.০০	২৯৫০.০০	-	-

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ও বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং- ৫০১০)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২.	যাতায়াত	৪২টি	০৪টি	৪৬টি	০৯টি	-	০৯টি	১৯৯০.০০	৩২৭০.০০	৩২৭০.০০	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	০৪টি	০২টি	০৬টি	-	-	-	২৫০.০০	৪১০.০০	৪১০.০০	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০১টি	০১টি	০২টি	-	-	-	৫০.০০	৮০.০০	৮০.০০	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬.	ভৌত অবকাঠামো	-	০৩টি	০৩টি	-	-	-	৬০.০০	৯০.০০	৯০.০০	১০০%	১০০%
	সর্বমোট=	৪৭টি	১০টি	৫৭টি	০৯টি	-	০৯টি	২৩৫০.০০	৩৮৫০.০০	৩৮৫০.০০	-	-

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও উদ্বোধন

রুমা উপজেলার ইডেন পাড়া হতে মিনঝিড়ি পাড়া যাওয়ার রাস্তায় পলি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ (কোড নং-৭০৩০)

- **কাজের গুরুত্ব:** দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন ঘটেছে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৪,০০০ জন (প্রায়)।

রুমা উপজেলার ইডেন পাড়া হতে মিনঝিড়ি পাড়া যাওয়ার রাস্তায় পলি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ

- **উপকারভোগী মতামত:** এই ব্রীজটি নির্মাণের ফলে মিনঝিড়ি পাড়া হতে রুমা সদরের দূরত্ব প্রায় ৪.০০ কি.মি. কমে গেছে এবং মিনঝিড়ি পাড়াসহ মোট ০৮টি পাড়ার লোকজন অতি দ্রুত রুমা সদরে আসা-যাওয়া করতে পারে। উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করতে সুবিধা হচ্ছে।

লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ (কোড নং-৭০৩০)

- **কাজের গুরুত্ব:** দুর্গম এলাকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন।
- **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় উক্ত এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫০০ জন (প্রায়)।
- **উপকারভোগী মতামত:** বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে এবং বিদ্যালয়মুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

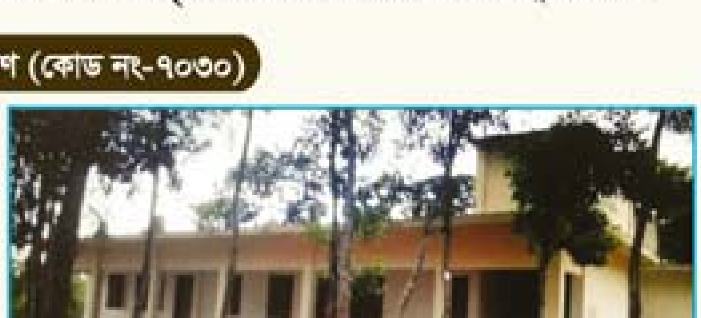

লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

সুয়ালক-বঙ্গপাড়া গণেশপাড়া ৪.৫০ কি.মি. দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ (কোড নং-৫০১০)

❑ **কাজের গুরুত্ব:** দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

❑ **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন ঘটেছে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বান্দরবান সদরস্থ সুয়ালক ইউনিয়নে সুয়ালক-বঙ্গপাড়া গণেশপাড়া ৪.৫০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ

❑ **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫০০ জন (প্রায়)।

❑ **উপকারভোগী মতামত:** এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ২.০০ কি.মি. রাস্তার দূরত্ব কমে গেছে। সুয়ালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অতি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সহজতর হয়েছে।

রূপসীপাড়া বাজার হতে মংপ্রু পাড়া সড়কের লামা খালের উপর ৯০.০০ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (কোড নং-৫০১০)

গত ১৬ মে, ২০১৭ খ্রি. তারিখে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত লামা উপজেলার রূপসী পাড়া বাজার হতে মংপ্রুপাড়া সড়কের লামা খালের উপর ৯০ মিটার দীর্ঘ আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আজিজ, সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব ত্রিদীপ ত্রিপুরা এবং কার্য সহকারী জনাব প্রশান্ত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

লামা উপজেলাধীন রূপসীপাড়া বাজার হতে মংপ্রু পাড়া সড়কের লামা খালের উপর ৯০.০০ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

❑ **কাজের গুরুত্ব:** দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

❑ **ফলাফল:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নয়ন ঘটেছে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং এলাকার স্থানীয় জনসারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❑ **উপকারভোগী সংখ্যা:** ৫,০০০ জন (প্রায়)।

❑ **উপকারভোগী মতামত:** ব্রীজ নির্মাণ হওয়ায় বেশ কয়েকটি গ্রামের লোকজনের উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ডায়াবেটিস বাংলাদেশে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যের উদ্বেগ হয়ে উঠেছে। সমতল অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ডায়াবেটিস রোগী ইদানিং চোখের পড়ার মতো। সমাজকল্যাণ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিভিন্ন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদরে ডায়াবেটিস হাসপাতাল ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গত ৬ মে ২০১৭ খ্রি. তারিখে বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতাল সম্প্রসারিত ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান জনাব মোঃ আবদুল আজিজ, বান্দরবান সদরের পৌর মেয়র এবং বান্দরবান জেলা পরিষদে সম্মানিত সদস্যসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এ ডায়াবেটিস হাসপাতালটি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয় জনগণ সহজে ও অল্প খরচে চিকিৎসা সুবিধা নিতে পারছেন।

বান্দরবান সদরস্থ ডায়াবেটিস হাসপাতাল সম্প্রসারিত ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

ডায়াবেটিস হাসপাতাল ভবনটির সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম এর কাজের ভৌত অগ্রগতি পরিদর্শন করে থাকেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, প্রকৌশলীবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। গত ১৭ মে ২০১৭ খ্রি. তারিখে বান্দরবান ডায়াবেটিস হাসপাতাল এর ভবন সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য-অর্থ (যুগ্ম-সচিব) জনাব শাহীনুল ইসলাম। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান প্রকৌশল ইউনিটে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমাজকল্যাণ খাতে তিন পার্বত্য জেলার চাহিদা প্রেক্ষিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, বাস স্টেশন সংস্কার ও উন্নয়ন, সিঁড়ি নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, শশ্মান শেড নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ, গ্রন্থাগার নির্মাণ, অবতরণ ঘাট নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে যাচ্ছে। গত ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া স'মিল রোডে নদীর ঘাটের রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ (বৌদ্ধ স্নান) কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এবং সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী মহোদয়। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া স'মিল রোডে নদীর ঘাটের রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ (বৌদ্ধ স্নান) কাজের অগ্রগতির পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এবং সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী মহোদয়

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশ ও উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী-বোর্ড, গিটার, ড্রাম সেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে যেমন সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীদের জন্য সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করে আসছে। এতে বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চার মনোভাব যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

বান্দরবান সদর উপজেলার মারমা শিল্পী গোষ্ঠীর মাঝে সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

মারমা শিল্পী গোষ্ঠীর মাঝে সাউন্ড সিস্টেম বিতরণের একাংশ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বান্দরবান সদর উপজেলার মারমা শিল্পী গোষ্ঠীর মাঝে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান এর নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতে মারমা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হাতে সাউন্ড সিস্টেম এর অন্যান্য উপকরণ তুলে দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পর্যায় ক্রমে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর আওতায় ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করে থাকেন। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ কাজের পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, (অতিরিক্ত সচিব)।

বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম.	কোড	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা
১.	**কোড নং-৭০৩০:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	১১১টি	১৮৫টি	৯৭টি	৩৯৩টি
২.	**কোড নং-৫০১০:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা	০৭টি	০৯টি	০৪টি	২০টি
৩.	**কোড নং-৫০১০:** সমন্বিত পাহাড়ি খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়, রাবার বাগান ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প এবং উঁচুভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্প	তিন পার্বত্য জেলা			৩টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৬-১৭	জুলাই	০০%	০০%
২.		আগস্ট	২০%	০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	২৫%	০০%
৪.		অক্টোবর	৩০%	৩.৭২%
৫.		নভেম্বর	৪০%	২২.৮৬%
৬.		ডিসেম্বর	৫০%	২৯.৬৬%
৭.		জানুয়ারি'১৭	৫৮%	৩৪.৬২%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৬০%	৪৫.৭৩%
৯.		মার্চ	৬৯%	৪৭.২৬%
১০.		এপ্রিল	৭৬.২৮%	৫৮.৫০%
১১.		মে	৮৯.৯২%	৬৩.০২%
১২.		জুন	১০০%	১০০%

কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় মাসভিত্তিক ভৌত অগ্রগতি লেখচিত্র

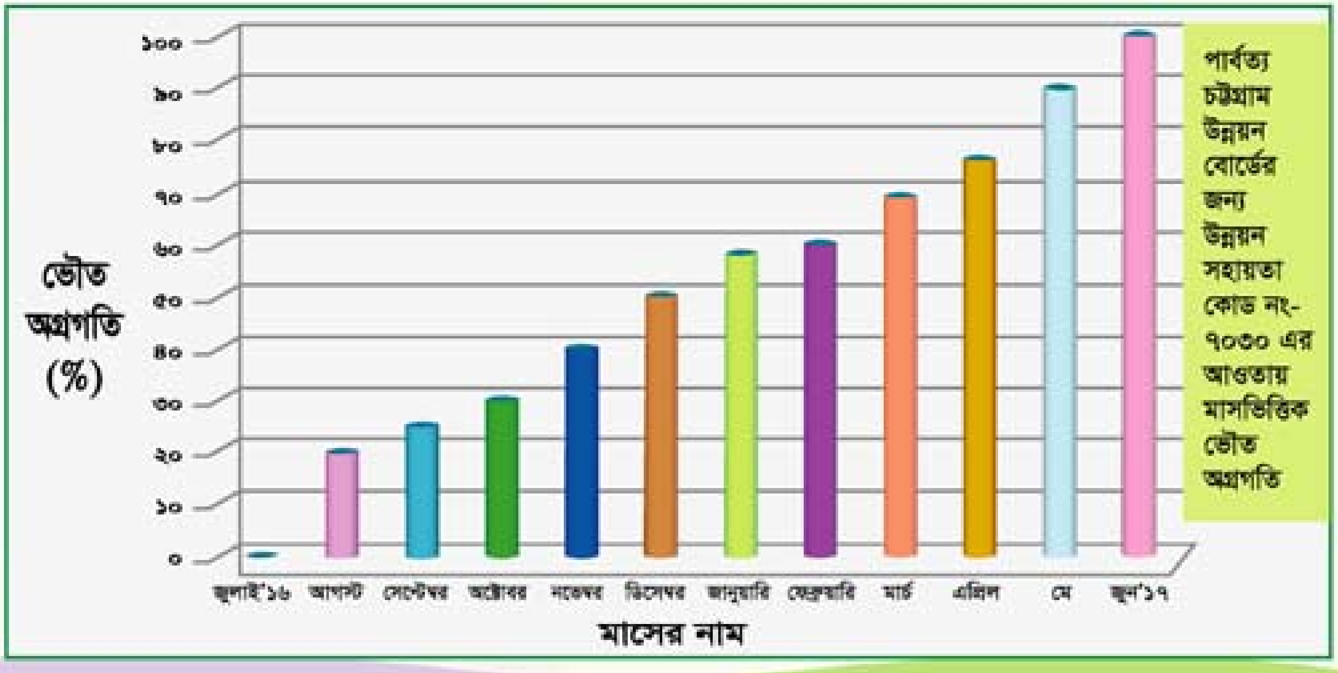

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কোড নং-৭০৩০ এর আওতায়

- মোট বরাদ্দ : ৮,২০০ লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ৮,২০০ লক্ষ টাকা
- মোট স্কিমের সংখ্যা : ৮০৪ টি
- মোট সমাপ্ত স্কিমের সংখ্যা : ৩৯৩ টি
- ভৌত কাজের অগ্রগতি : ১০০%
- বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় : ১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৬-১৭	জুলাই	০০%	০০%
২.		আগস্ট	১১.৫২%	০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	১৬.০২%	০০%
৪.		অক্টোবর	২০.৫৯%	০০%
৫.		নভেম্বর	৩৩.০১%	৩.৯৩%
৬.		ডিসেম্বর	৪২%	১৬.১৬%
৭.		জানুয়ারি'১৭	৪৪.৩০%	১৮.১৯%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৪৭.৫৫%	০০%
৯.		মার্চ	৫২.২৬%	০০%
১০.		এপ্রিল	৬০.০৪%	২৯.৬৪%
১১.		মে	৭২.৪৫%	৩২.৯৪%
১২.		জুন	১০০%	৯৯.৬৩%

কোড নং-৫০১০ এর আওতায় মাসভিত্তিক ভৌত অগ্রগতি লেখচিত্র

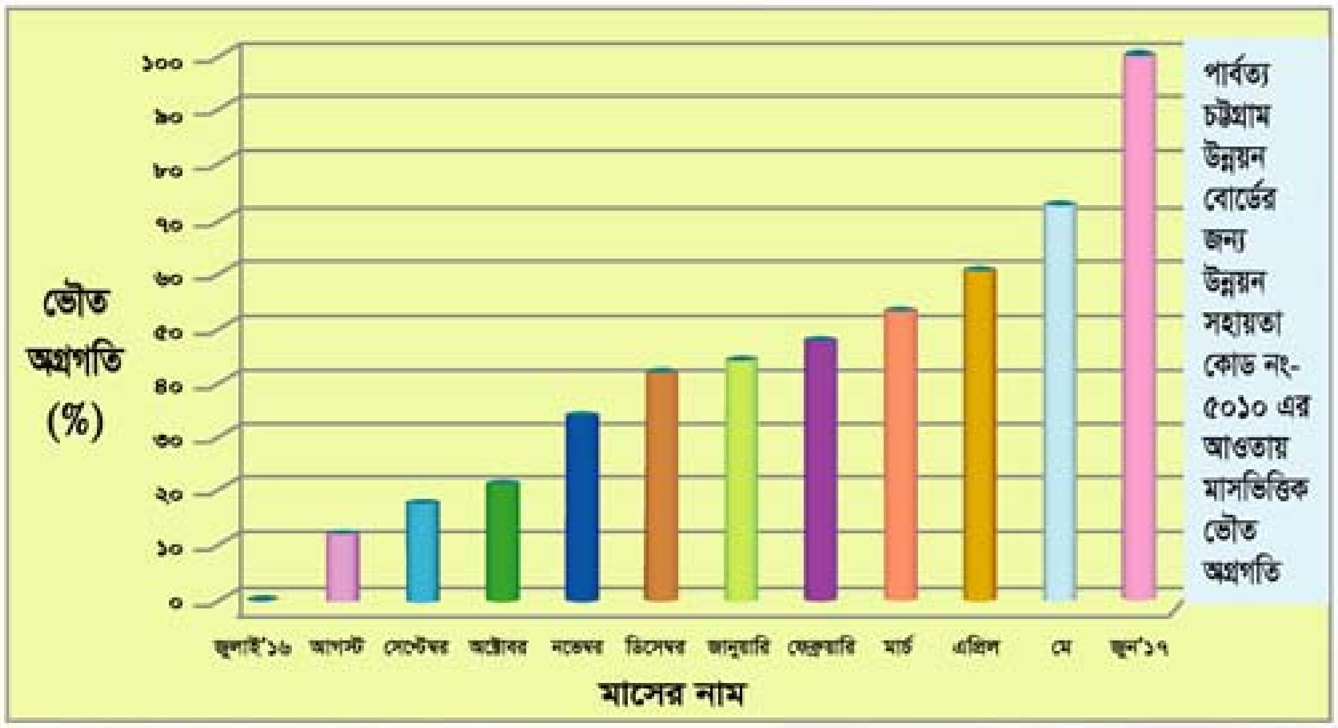

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কোড নং-৫০১০ এর আওতায়

- মোট বরাদ্দ : ৮,৬৩০ লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ৮,৬৩০ লক্ষ টাকা
- মোট প্রকল্পের সংখ্যা : ১৪১ টি (২টি স্থগিতসহ)
- মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২৩টি
- ভৌত কাজের অগ্রগতি : ১০০%
- বাৎসরিক বরাদ্দ অনুপাতে ব্যয় : ৯৯.৬৩%

গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোড নং-৫০০৭)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ৪,৪৬৬টি পরিবার-এর সাথে উপজেলা হেড কোয়ার্টারের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন।
- **মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** বরাদ্দ ৮৪২.০০ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৮৪২.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (কোড নং-৫০০৭) এর সার-সংক্ষেপ

ক) রাস্তার প্রকল্প

ক্রম.	উপজেলার নাম	রাস্তার নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১.	রুমা	রুমা দার্জিলিং পাড়া হতে রুমানা পাড়া হয়ে সুনসং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৬.০০ কি.মি.	৬১০.৪৪	চলমান
২.	রুমা	রুমা সদর হতে পলি-প্রাংসা রাস্তা নির্মাণ	১২.০০ কি.মি.	১১৮৬.৮৩	ঐ
৩.	লামা	গজালিয়া বাইশপাড়ি হতে চিন্তাবর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৬.০০ কি.মি.	৬২০.৩৯	ঐ
৪.	রোয়াংছড়ি	কাইন্তারমুখ হতে বৈদ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭.০০ কি.মি.	৫৬৫.০০	ঐ
৫.	লামা	ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের গুলিস্তান বাজার হতে কমিউনিটি সেন্টার হয়ে বনপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৬.০০ কি.মি.	৭৮০.০৪	ঐ
৬.	লামা	আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে মেরাইথং জাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩.০০ কি.মি.	৩০৭.৩০	ঐ
		মোট=		৪০৭০.০০	

খ) আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ

ক্রম.	উপজেলার নাম	ব্রীজের নাম	ব্রীজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১.	নাইক্ষ্যংছড়ি	দোছড়ি ইউনিয়নের তুলাতলীতে দোছড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	৬০.০০ মি.	৩৮৪.০০	চলমান
২.	বান্দরবান সদর	ছাউপাড়ায় শিলক খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	৬০.০০ মি.	৩৯০.০০	চলমান
		মোট=		৭৭৪.০০	

আলীকদম উপজেলার আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে মেরাইথং জাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

৩ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে আলীকদম উপজেলার আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে মেরাইথং জাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি। এ সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বণিক ও পুলিশ সুপার মহোদয়, বান্দরবান পৌরসভার মেয়র, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আজিজসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রুমা উপজেলার রুমা সদর হতে পলি-প্রাংসা রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভাগ প্রধান ও উপ-প্রধান মহোদয়

গত ১৮ মার্চ ২০১৭ খ্রি. তারিখে রুমা উপজেলার রুমা সদর হতে পলি-প্রাংসা রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভাগ প্রধান ও উপ-প্রধান মহোদয়। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত, বান্দরবান ইউনিট উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	উপজেলার নাম	মন্তব্য
১.	"রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাজবন হাসপাতাল হতে বিজয় নগর পর্যন্ত ৩৫.০০ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	২,৪৭,৫২,৩২০/-	রাঙ্গামাটি সদর	চলমান
২.	"রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩১নং খেদারমারা ইউনিয়নের অন্তর্গত দুরছড়ি বাজার হতে রাংগাদুরছড়ি গ্রাম ও বান্দরতলাছড়া গ্রাম ভায়া বড় উল্টাছড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটির কাজ, এইচবিবি, প্রতিরোধক কাজ, এল ইউ ড্রেইন, ক্রস ড্রেইইন ও কালভার্ট নির্মাণ (চেইনেজ ০.০০ কি.মি. হতে ৪.০০ কি.মি.)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৪,৮৪,৮৯,৪৫৬/-	বাঘাইছড়ি	চলমান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	উপজেলার নাম	মন্তব্য
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন ২০১৮ খ্রি.	১৯.৯৮ কোটি টাকা	দীঘিনালা, মানিকছড়ি	চলমান
২.	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ	জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০১৮ খ্রি.	১৯ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৪ হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা	খাগড়াছড়ি সদর	চলমান

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে এখানে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতর পর্যায়ে। সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছা প্রায় দুরূহ ব্যাপার। সে প্রেক্ষিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০ পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন।

• **মেয়াদকাল:** **অক্টোবর** ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮৯৮.০০ লক্ষ টাকা।

• **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** বরাদ্দ ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং-৫০০৯) এর তালিকা

ক) রাস্তার প্রকল্প

ক্রম.	উপজেলার নাম	রাস্তার নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়	উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	বান্দরবান সদর	টংকাবতী ইউনিয়নের আলী নগর চান্দার পাড়া হতে ইউসুফ শাহ্ মাজার হয়ে দক্ষিণ হাঙ্গর সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৫.০০ কি.মি.	৩৫৮.৬৫	৫০০	চলমান
২.	রোয়াংছড়ি	আলীক্ষ্যং ইউনিয়নের কচ্ছপতলী সড়কের লাপাইগয় পাড়া হতে সাধু হেডম্যান পাড়া ০১টি আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজসহ রাস্তা নির্মাণ	৫.০০ কি.মি.	৭৯৩.২১	৭০০	ঐ
৩.	রুমা	রুমা সদর ইউনিয়নের বগালেইক সড়ক হতে সামা খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১০.০০ কি.মি.	৭০৩.৯৯	৪৫০	ঐ
৪.	থানচি	থানচি সদর ইউনিয়নের ছান্দাক পাড়া হতে তংক্ষং পাড়া পর্যন্ত ০১টি আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজসহ রাস্তা নির্মাণ	৩.০০ কি.মি.	৪৭৭.২০	৫০০	ঐ
৫.	লামা	১) সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৫.৫০ কি.মি.	৩২১.০০	১০০০	ঐ
		২) আজিজনগর ইউনিয়নের বাছুরী পাড়া হতে পূর্ব চাম্বি বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৮.০০ কি.মি.	৫৩৭.০০	৫০০	ঐ
৬.	আলীকদম	আলীকদম সদর ইউনিয়নের আলীকদম-থানচি সড়কের ১৩.০০ কি.মি. অংশ হতে দোছড়ি যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	৮.০০ কি.মি.	৬৮৬.৭৫	৬০০	ঐ
৭.	নাইক্ষ্যংছড়ি	ঘুমধুম ইউনিয়নের রেজু মনজয় পাড়া হতে বিজিবি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪.০০ কি.মি.	২৮৪.৫০	৪০০	ঐ
		মোট=		৪১৬২.৩০	৪৬৫০	

খ) আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ

ক্রম.	উপজেলার নাম	ব্রীজের নাম	ব্রীজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়	উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	রুমা	রুমা সদর ইউনিয়নের রুমা সড়ক হতে ভলুঝিড়ি যাওয়ার রাস্তায় ভলুঝিড়ি ছড়ার উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	৬০.০০ মি.	৩৫০.৬৪	৩৫০	চলমান
২.	থানচি	থানচি সদর ইউনিয়নের থানচি নিচে ডুকলু ঝিড়িতে আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	৪০.০০ মি.	৩২৫.২৫	২৮০	ঐ
		মোট=		৬৭৫.৮৯	৬৩০	

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লামা উপজেলার সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

গত ২৫ মে, ২০১৭ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মাণাধীন লামা উপজেলার সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আজিজ, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

- **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।
- **গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ

খাগড়াছড়ি সদরে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আয়তন ১৩.০৫ বর্গ কিলোমিটার। এটি ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। লোকসংখ্যা ৪৭,২৭৮ জন। পৌর এলাকায় দক্ষিণ-পূর্বাংশ জুড়ে রয়েছে নিচু জলাভূমি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে শহরটির একাংশ এই নিচু জলাভূমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে প্রায় ১,৪০০ পরিবারের বসবাস। এছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা । পূর্বে বর্ষা মৌসুমে খাগড়াছড়ি শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা মূলতঃ রাঙ্গাপানি ছড়া ক্যানেল-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু একমাত্র রাঙ্গাপানিছড়া ক্যানেল বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় খাগড়াছড়ি শিশুসদন, মধুপুর, নয়নপুর, পানখাইয়াপাড়া, আনন্দনগর, কল্যাণপুর এবং খাগড়াছড়ি বাজারের দক্ষিণাংশ হয়ে বটতলী এলাকায় চেঙ্গী নদী পর্যন্ত একটি সাব ক্যানেল তৈরি করা হয়। ক্যানেলটি মাটির হওয়ায় বর্তমানে এটির অধিকাংশ ভরাট হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। ক্যানেলটি ভরাট হওয়ায় প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। এটি আরসিসি কাঠামোতে নির্মাণ করা হলে খাগড়াছড়ি শহরের একটি বড় অংশের পানি সহজে নিষ্কাশিত হবে এবং আশেপাশের এলাকা বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাস্টার ড্রেইন নির্মাণে প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

• **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যের মাস্টার ড্রেন নির্মাণের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার ১,৪০০ টি পরিবার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা; খাগড়াছড়ি ও পৌর এলাকার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা; প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন ৬৫% বৃদ্ধি করা। শহর এলাকা থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

• **মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৯ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৪ হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ টাকা/ চল্লিশ পয়সা।

• **কৃত কাজের বিবরণ:** মাস্টার ড্রেইনের দৈর্ঘ্য ২,৩০০.০০ ফুট, প্রস্থ ১০.০০ ফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট।

• **কাজের অবস্থা:** চলমান।

খাগড়াছড়ি সদরে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণের একাংশ

পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। শুষ্ক মৌসুমে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়। অনেক এলাকায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে গিয়েও পানি মিলছে না। এখানকার লোকজন অনেকে যুগ যুগ ধরে ঝরণা, ছড়া ও ঝিরির পানি ব্যবহার করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের পানির সংকট নিরসনের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সৃষ্টিকরণে নিমিত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জিএফএস ও সাব-মার্সিবেল পাম্প এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার বাস্তবায়নাধীন পানি সরবরাহ খাতে প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

- ক) 'রাঙ্গামাটি জেলাস্থ বিভিন্ন উপজেলায় জিএফএস ও সাবমার্সিবেল পাম্প এর মাধ্যমে পানি সরবরাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ ২০১৬-২০১৯)।
- খ) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ ২০১৬-২০১৯)।
- গ) 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণসহ সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ ২০১৬-২০১৯)।

প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত পটভূমি: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দুর্গম এলাকায় বসবাস করে। দুর্গম এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। তাদেরকে বিভিন্ন ছড়া, ঝিড়ি হতে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করতে হয়। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাই দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীদের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

• **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদরে টংকাবতী ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ড লাইমুতুই চিং ঝিড়ি হতে প্রেন্নয় ছাত্রাবাস, রামেরি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে রামেরী পাড়া পর্যন্ত জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ**

বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদর হতে প্রায় ২১ কি.মি.দূরে অবস্থিত টংকাবতী ইউনিয়নে রামরী পাড়া। এ পাড়ায় ৫৬টি পরিবার রয়েছে। ম্রো জনগোষ্ঠীই এ পাড়ায় যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। পাড়াটি পাহাড়ের অনেক উপরে অবস্থিত। পাড়ার জনগণ ঝিরি, ছড়া ও ঝরণা পানি পান করত। বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা ছিল দীর্ঘদিনের। এলাকার পানির সমস্যা সমাধানে জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড টংকাবতী ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ড লাইমুতুই চিং ঝিড়ি হতে প্রেন্নয় ছাত্রাবাস, রামেরি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে রামেরী পাড়া পর্যন্ত জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টংকবতী ইউনিয়নে রামরী পাড়া ৩০৮ নং

বান্দরবান জেলা সদরে টংকাবতী ইউনিয়নে অবস্থিত রামেরি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে রামেরী পাড়া পর্যন্ত জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ

উত্তর হাংকর মৌজায় প্রাক্তন মেম্বার ও কার্বারী জনাব ছিপুই ম্রো বলেন উন্নয়ন বোর্ড আছে বলেই আমরা পানি পাচ্ছি, স্কুল পাচ্ছি। পানি সরবরাহের উদ্যোগটি গ্রহণের ফলে যেমন প্রাইমারি স্কুলে পানির সমস্যা সমাধান হবে তেমনি এলাকার ৫৬ পরিবারে পানির সমস্যা সমাধান হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান ইউনিট উন্নয়ন সহায়তা আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি, লামা ও আলীকদম উপজেলা পানি সংকট নিরসনের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম উপজেলাগুলো মধ্যে রুমা উপজেলা অন্যতম। দুর্গমতা কারণে এ উপজেলা লোকজন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রুমা উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মারমা, চাকমা, বম জনগোষ্ঠীর বসতি চোখের পড়ার মতো। এ উপজেলায় বাংলাদেশে সুউচ্চ পাহাড় (তাজিং ঢং) এবং পর্যটন স্পট বগালেগ অবস্থিত। সুউচ্চ পাহাড়ের কারণে রিংওয়েল এর মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা সম্ভব নয়। ফলে বিশুদ্ধ পানির পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রুমা উপজেলায় মিনঝিড়ি পাড়াতে ক্যাং ঝিড়ি হইতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। গত ১৭ মে ২০১৭ খ্রি. তারিখে বোর্ডে সম্মানিত সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম উক্ত প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় বোর্ডের বান্দরবান ইউনিট অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীসহ স্থানীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

রুমা উপজেলায় মিনঝিড়ি পাড়াতে ক্যাং ঝিড়ি হইতে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

- **বরকল উপজেলাধীন খুব্বাং ইউনিয়নে আধার মানিক এলাকায় জিএফএসএম এর মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ**

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বরকল উপজেলা খুব্বাং ইউনিয়নে শেষ প্রান্তে অবস্থিত আধার মানিক এলাকা। এ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ১২০ পরিবার বসবাস করছে। বসবাসকারীরা বেশির ভাগই চাকমা সম্প্রদায়ের। এলাকায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সমস্যা ছিল দীর্ঘ দিনে। এলাকার লোকজন বেশির ভাগই খাল, ঝরণা ও ঝিড়ির পানি পান করত। বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে তারা খাবার পানি সংগ্রহ করত। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় পানির সমস্যা সমাধানে পানি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বরকল উপজেলায় খুব্বাং ইউনিয়নে আধার মানিক এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সবররাহ প্রকল্পটি একটি অন্যতম প্রকল্প। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মেয়াদ কাল ২০১৫-২০১৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাবাসীদের জন্য পানি পাওয়া সুবিধার্থে ২০টি পয়েন্টে পানি সরবরাহকরণে

বরকল উপজেলাধীন খুব্বাং ইউনিয়নে আধার মানিক এলাকায় জিএফএস এর মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ

ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে প্রায় ১২০ পরিবার উপকৃত হবে। ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসের শেষাংশে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব উষাতন তালুকদার, এম.পি এ প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় এলাকায় স্থানীয় প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

- **বরকল উপজেলাধীন খুব্বাং বাজারে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি প্রকৌশল শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে বরকল উপজেলাধীন খুব্বাং বাজারে পানি সরবরাহ প্রকল্পটি। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৬-১৯ পর্যন্ত। পানির মূল উৎস খুব্বাং বাজার থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। জিএফএস এর মাধ্যমে খুব্বাং বাজারসহ এলাকায় প্রায় ৪০টি পয়েন্টে পানি সরবরাহ করা হবে। এতে ৩২০ পরিবার উপকৃত হবে। তন্মধ্যে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রাইমারি ও হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, বুদ্ধ মন্দির/ক্যাংসহ বিজিবি ক্যাম্পের বসবাসরত সকলেই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

বরকল উপজেলাধীন খুব্বাং বাজারে জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ কাজের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পার্বত্যাঞ্চলের মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার রোধ, পুষ্টিমান উন্নয়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ, শিশু শিক্ষা, প্রাক-শৈশব উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন ও কমিউনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার হার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

১.	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও নারীর সার্বিক উন্নয়নে মৌল সেবার প্রাপ্যতা ও মানসম্মত ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃব্যবস্থা এ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান দক্ষতা ও অভ্যাস পরিবর্তনে সহায়তা করা।
২.	প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	• ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ; • ১৫২০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ; • প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃ ব্যবস্থা উন্নয়ন; • ১৬০০০০ পরিবারে শিশু কিশোরী মহিলাদের রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ ও অনুপুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণ; • সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন।
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় -	• মোট : ৩২০ কোটি টাকা • সরকারি অনুদান : ১৫৭ কোটি টাকা • প্রকল্প সাহায্য : ১৬৩ কোটি টাকা
৪.	২০১৬-২০১৭ সালের বরাদ্দ ও ব্যয়	• মোট বরাদ্দ : ৫১০০.০০ • মোট ব্যয় : ৫০২৫.০০
৫.	প্রকল্পের আওতা-	৩ পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার ১১৭টি ইউনিয়নের ৩৬১৬টি গ্রাম পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা : মোট = ৪০০০টি (রাঙ্গামাটি ১৪৯২টি, বান্দরবান ১০৭৫টি, খাগড়াছড়ি ১৪৩৩টি)
৬.	বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম

১.	সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	* ৫০০ নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ; * ২৮০০ পাড়াকেন্দ্র সংস্কার; * ৪০০টি পাড়াকেন্দ্র রিসোর্স সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা; * পাড়াকেন্দ্রর সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা সৃষ্টি।
২.	শিশু শিক্ষা ও প্রাক শৈশব উন্নয়ন	* ৩-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে পাড়াকেন্দ্রে প্রাক শিক্ষা দান; * পাড়াকেন্দ্রের ১০০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ; * প্যারেন্টিং এডুকেশান কর্মসূচি বাস্তবায়ন; * পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ।
৩.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন	* কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের আয়রন বড়ি বিতরণ; * মা ও শিশুদের ঠিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ; * প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন 'এ' বিতরণ; * শিশু ও কিশোরীদের জন্য ক্রিমিনাশক বড়ি বিতরণ; * শিশুদের জন্য ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ; * পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম; * অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা।
৪.	শিশু সুরক্ষা	* জন্ম নিবন্ধিকরণ; * সুরা বার্তা প্রচারণা; * কিশোরী সহায়তা কার্যক্রম; * সবুজ পাড়া কর্মসূচি; * উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া; * দুস্থ শিশুদের সহায়তা; * জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি।
৫.	পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন	* নলকূপ স্থাপন ও সংস্কার; * হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন; * স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ; * কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ।
৬.	উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ	* পরিবার পরিদর্শন; * উঠান বৈঠক আয়োজ; * জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা; * নাটক মঞ্চায়ন; * বিল বোর্ড স্থাপন; * স্বাস্থ্য তথ্য স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর; * কম্যুনিটি তথ্য ব্যবস্থাপনা; * জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন।
৭.	কম্যুনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন	* পিসিএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ; * কর্মশালা আয়োজন; * পাড়া তহবিল গঠন; * সার্ভিস ম্যাপিং কার্যক্রম।
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	* বেইজ লাইন ও এন্ড লাইন সার্ভে; * নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন; * বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং সভা; * ডকুমেন্টেশান।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৪২টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার, ৭৫ জন বিকল্প কর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ;
- ১৫০ জন প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৩৫০ জন পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ (পার্ট-২);
- ৩৮০০ জন পাড়াকর্মীর পরিমার্জিত উন্নয়নকৃত মড্যুলের উপর প্রশিক্ষণ;
- ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে ৫১,২৫৫ জন শিশুকে প্রাক-শিক্ষা প্রদান;
- ৫০ কর্মকর্তা ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর বটম আপ প্লানিং বিষয়ে পুনঃপ্রশিক্ষণ;
- ৩টি সমন্বিত জেলা কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা;
- ২৫টি উপজেলা কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা, ১১৯টি ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা;
- ১৫৩০টি পাড়ায় পাড়া এ্যাকশন প্ল্যান (PAP), ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর অন জব প্রশিক্ষণ;
- ২১টি ইউনিয়নে নারী ও শিশুদের জন্য সমতাভিত্তিক বাজেট পরিকল্পনা কর্মশালা আয়োজন, ৫০টি ইউনিয়নে মা ও শিশু বিষয়ক তথ্য বোর্ড স্থাপন;
- ৩৬৫টি পিসিএমসিকে মা ও শিশু বিষয়ক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান;
- ৪৭৬টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, ১০০টি উপজেলা সমন্বয় সভা, ৯টি জেলা সমন্বয় সভা, ২টি আঞ্চলিক সমন্বয় সভা, ৩টি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা, ৩টি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠান;
- ৮ জন কর্মকর্তার CBT বিষয়ে প্রশিক্ষণ; ১৪ জন কিশোরী নেত্রীর পুষ্টি বিষয়ে টিওটি; ৩০০ জন কিশোরী নেত্রীর পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
- পুষ্টি বিষয়ে অর্ধ-বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা আয়োজন, ১৪৯ জন সিনিয়র পাড়াকর্মী ও ৬৫১ জন পাড়াকর্মীর পুষ্টি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;
- ৬-৫৯ মাস বয়সী ৯০,৩০১ জন শিশুকে জাতীয় ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইন দিবসে ভিটামিন 'এ' প্রদান ৯৯.৮৫%);
- জন্মের পর ৮৩,৩৫৭ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ+' ক্যাম্পেইন এ ভিটামিন খাওয়ানো (৯৯.৫৯%);
- আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গ্রহণ (কিশোরী ৯৬%, গর্ভবতী-৯৮%, দুগ্ধদানকারী মা-৯৬%);
- ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মাইক্রোনিউট্রিয়েন পাউডার (MNP) খাওয়ানো ৯৮%), ১৫,৫১২ জন প্রসূতি মাকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদান (৯৭.১৯%);
- ৩টি SNCC ও ১টি DSNCC কর্মশালা, ১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা ও ৮০১টি পুরস্কার বিতরণ;
- ২১০ জন কৈশোরের অগ্রদূত বেতার শ্রোতা ক্লাবের সদস্যের প্রশিক্ষণ; শ্রোতা ক্লাবে ৩০টি রেডিও সেট বিতরণ;
- ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪টি বিষয়ে (স্যানিটেশন, জন্ম নিবন্ধন, শিশু বিবাহ রোধ, শিশু সহায়ক টোল ফ্রি নম্বর ১০৯৮) সচেতনতামূলক পথনাট্য প্রদর্শন;
- ৩টি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক র‍্যালী ও সভা আয়োজন;
- শিশুদের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০০টি পাড়া কেন্দ্রে হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন;
- ২০টি নতুন নলকূপ স্থাপন, ১০০টি নলকূপ ও ৮৩টি লেট্রিন সংস্কার।

রাঙ্গামাটি সদরের বালুখালী ইউনিয়নে অবস্থিত শীলছড়ি পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শন করেন ইসিমোড বোর্ড অব গভর্ণর এবং ডেলিগেটবৃন্দ

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা বিতরণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প

তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আগামী ১৫-২০ বৎসরে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড লাইন যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ সেসব এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২৬টি উপজেলার ২৩টি ইউনিয়নে সোলার প্যানেল প্রকল্পের কর্মীগণের মাধ্যমে পরিবার জরিপ করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। সোলার প্যানেল স্থাপনের একমাস পর প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতির সক্রিয়তা মূল্যায়ন করা হয়।

- **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ খ্রি.
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

ক) ৩.৮২ কিলোওয়াট-পিক বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ৫৮৯০টি পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;

খ) ৩.৩৭ কিলোওয়াট-পিক বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ২৮১৪টি কমিউনিটি সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;

গ) সোলারের আলোর সাহায্যে পড়াশুনা করার সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) রাতের বেলা বাতির আলোর সাহায্যে মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে মনোযোগী করার ব্যবস্থা করা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগে উৎসাহিত করা;

ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার কমানো ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানো।

- **প্রকল্প এলাকা:** তিন পার্বত্য জেলা
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি
- **২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ২৪.৪৪ (চব্বিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ)
- **২০১৬-১৭ অর্থবছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:**

ক্রম.	অঙ্গের নাম	সংখ্যা
১.	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	৫,৪১৪টি
২.	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম স্থাপন	৪৫টি
৩.	প্রশিক্ষণ	৩,৪৯০ জন

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নের উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করছেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নের উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) জনাব এবিএম নাসিরুল আলম ও যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) জনাব সুদত্ত চাকমা এবং সোলার প্যানেল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলা বিভিন্ন উপজেলায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	সোলার হোম সিস্টেম	সোলার কমিউনিটি সিস্টেম	প্রশিক্ষণ	মন্তব্য
বান্দরবান	থানচি	রেমাক্রি	৩৮০	১৫	৩৮০	
	থানচি	তিন্দু	২০		২০	
	রুমা	পাইন্দু	৪৬০		২০০	
	রুমা	রুপসী পাড়া	২০০		-	
	রুমা	রেমাক্রী প্রাংসা	১০০		-	
	লামা	গজালিয়া	৩৫০		২৫৫	
	বান্দরবান সদর	টংকাবতী	১৫০		১৫০	
	নাইক্ষ্যংছড়ি	দোছড়ি	২০০		১০০	
	আলীকদম	করুকপাতা	৩৫০		১০০	
	রোয়াংছড়ি	-	৯৫		-	
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	বন্দুকভাঙ্গা	৪০	১৫	৪০	
	বিলাইছড়ি	বিলাইছড়ি, কেংড়াছড়ি	৩৯৭		৩৯৭	
	বাঘাইছড়ি	বঙ্গলতলী	২৮০		২৮০	
	বাঘাইছড়ি	সাজেক	২০০		-	
	বরকল	ভূষণছড়া	৭৮৪		২৫০	
	কাপ্তাই	চিৎমরম	৫০		-	
	রাজস্থলী	-	৪০		-	
খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি	বর্মাছড়ি, দুল্যাতলী	৩০০	১৫	৩০০	
	পানছড়ি	লতিবান	২০০		২০০	
	দীঘিনালা	দীঘিনালা	২১০		২১০	
	খাগড়াছড়ি সদর	ঠাকুরছড়া	৪৭		৪৭	
	মহালছড়ি	মুবাছড়ি	৩১		৩১	
	মহালছড়ি	মাইসছড়ি, মহালছড়ি, ক্যায়াংঘাট	২৩০		২৩০	
	মাটিরাঙ্গা	বড়নাল, তবলছড়ি, বেলছড়ি	৩০০		৩০০	
		সর্বমোট=	৫,৪১৪টি	৪৫টি	৩,৪৯০ জন	

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প

- প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে পুর্নবাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়।
- মেয়াদকাল : ক) মূল-জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১৬ খ্রি. (খ) সংশোধিত-জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০২০ খ্রি.
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
  ২) কমলা ও মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১২৫০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা।
  ৩) প্রচলিত জুম চাষের বিকল্প হিসেবে পাহাড়ী ভূমিতে স্থায়ী ফল বাগান সৃজন করা।

- প্রকল্প এলাকা : জেলা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। উপজেলা-২৬টি
- প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ক) মূল-৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা (খ) সংশোধিত-৯৫০.১৪ লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় : বরাদ্দ-৬০.০০ লক্ষ ও ব্যয় ৬০.০০

কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প-২য় পর্যায় এর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে চারা কলম বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

- **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতির বিবরণ :** ২০১৬-১৭ সালে বান্দরবান জেলায় ৪০ পরিবার, খাগড়াছড়ি জেলায় ৩০ পরিবারসহ সর্বমোট ৭০ পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৭০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলজ চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি করে হাসুয়া এবং ০১টি করে নেকসেপ স্পেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৭০ জন কৃষককে ইতোমধ্যে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- **উপকারভোগীর সংখ্যা:** বান্দরবান সদর-৪০ পরিবার, খাগড়াছড়ি সদর ৩০ পরিবার সর্বমোট ৭০ পরিবার।

সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়

গত ২০০০ সালে তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের আদলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত "সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির গুরুত্ব ও কারিগরী এবং অর্থনৈতিক দিক পর্যালোচনা করে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৯০০ পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫০ লক্ষ টাকায় "সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি (জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১৭) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

সমন্বিত পাহাড়ি খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় এর বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে গাভী বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জুবায়ের সালেহীন, এনডিইউ, পিএসসি, জেলা প্রশাসক জনাব দিলীপ কুমার বণিক, লে. কর্ণেল মোঃ সারোয়ার হোসেন, পিএসসি, জোন কমান্ডার, আলীকদম জোন, পুলিশ সুপার জনাব সঞ্জিত কুমার রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আজিজসহ এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় তাঁর সহধর্মিনী মিসেস অনামিকা ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ, সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব চঞ্চুমনি চাকমাসহ এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বিত পাহাড়ি খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	জুমচাষকে নিরুৎসাহিত করা, এলাকা ও আবহাওয়া উপযোগী ৪০০ পরিবারকে ফলজ বাগান সৃজন, ৩০০টি ডেইরী ফার্ম স্থাপন এবং ২০০ নারীদের স্বাবলম্বী করাই হল অত্র প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা।
মেয়াদ	২০০৮-১৪ অর্থ বছর।
সংশোধিত মেয়াদ	২০০৮-১৭ অর্থ বছর।
২০১৬-১৭ সালে অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৯ প্রান্তিক চাষী পরিবার পুনর্বাসন করা হয়: * ৪০ খামারী পরিবারের জন্য ১২০ একর ফলজ বাগান সৃজন করা হয়েছে। * ৩৫টি দুগ্ধ খামার সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩৫টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ৩৫টি গাভী সরবরাহ করা হয়েছে। * ২৪ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার মাঝে ২৪টি সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। * সর্বমোট ৯৯ জন খামারীকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে দক্ষ খামারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।
২০০৮-১৭ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি	৯০০ পরিবারের মধ্যে ৩৬০ পরিবারের মাঝে ১০৮০ একর ফলজ বাগান সৃজন, ৩০০ পরিবারের মাঝে গাভী বিতরণ ও ২০০ পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ৮৬০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
২০০৮-১৭ পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়	৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা।
অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	৬৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প সমাপ্ত	৩০ জুন, ২০১৭ খ্রি. তারিখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প

"পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প" পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম। তিন পার্বত্য জেলার নির্ধারিত ১০টি ইউনিয়নের ৩০০ জন প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে জুমচাষে নিরুৎসাহিত করে রাবার বাগান ও উদ্যান বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার অভিপ্রায়ে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমির মালিকানা রয়েছে এরূপ ৩০০ জন দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পতিত জমিতে রাবার ও উদ্যান চারা রোপনের মাধ্যমে তাঁদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে তাঁদের স্বাবলম্বী করা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

মেয়াদকাল	২০০৯-২০১২ সংশোধিত ২০০৯-২০১৭।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	* ৩০০ জন প্রান্তিক কৃষককে তিন পার্বত্য জেলায় পুনর্বাসন। * বিভিন্ন জাতের ফলদ গাছের উদ্যান সৃজন ও রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১৫০০ একর অব্যবহৃত উঁচুভূমির উন্নয়ন। * জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। * খামারের আয় বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ। * প্রকল্প এলাকায় আয় বৈষম্য হ্রাস করা।
প্রকল্প এলাকা	তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলা।
প্রাক্কলিত ব্যয়	৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়	১২০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলা উপকারভোগীদের মাঝে সার বিতরণ করছেন এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব)। এ সময় প্রকল্পের কর্মকর্তা, ফিল্ড সুপারভাইজার ও উপকারভোগী পরিবারের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলার উপকারভোগীদের মাঝে
সার বিতরণ করছেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের বিবরণ:

রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় চেমী, রাজভিলা ও টংকাবতী মৌজার ৫০ জন সুবিধাভোগী পরিবারবর্গের মাঝে ১৯,০০০ কেজি ইউরিয়া, ১৩,৫০০ কেজি টিএসপি, ৬,২৫০ কেজি এমওপি সার, ১,০০,০০০ পিচ সিলভার মিক্স/টেবলেট সার এবং ১০০টি হাত-স্প্রে মেশিন, ৫০টি সি-কেচার, ৫০টি হাসুয়া ও ৫০টি কোদাল বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী সংখ্যা ৫০ জন। এ প্রকল্পের মোট উপকারভোগী ৩০০ জন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রি. তারিখে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট করে। এ এলাকার জমি মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাহাড়ী ভূমি এখনও আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তাই সার্বিক বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

- **প্রকল্পের মেয়াদ** : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি.
- **মোট প্রকল্প ব্যয়** : জিও বি - ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

- ২৫০০টি ১.৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;
- ২৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;
- উদ্যান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫,০০০ কৃষকের দক্ষতা উন্নয়ন ;
- আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ২৫০০ কৃষককে মিশ্রফল বাগান সৃজনে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা ;
- ১২৫০ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ ও ৫০০ জনকে উদ্যান নার্সারী ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা করা ;
- ১২৫টি মার্কেট শেড নির্মাণ এবং ২৫০টি পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

- **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন:**

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)			অর্থের উৎস
অর্থ বছর	জিওবি	মোট	
২০১৫-২০১৬	৯৭.০০	৯৭.০০	এডিপি/আর এডিপি
২০১৬-২০১৭	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০	
২০১৭-২০১৮	১২৬৩.০০	১২৬৩.০০	
২০১৮-২০১৯	৮৮৫.৮৪	৮৮৫.৮৪	
২০১৯-২০২০	৩০০.০০	৩০০.০০	
মোট=	৩৬৮০.৮৪০	৩৬৮০.৮৪০	

মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার বিতরণ করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার বিতরণ করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বেগম রমা রাণী রায় এবং যুগ্ম-সচিব জনাব এবিএম নাসিরুল আলম, বোর্ডের সদস্য-অর্থ (যুগ্ম-সচিব) জনাব শহিদুল ইসলাম, সদস্য-পরিকল্পনা (যুগ্ম-সচিব) জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য-প্রশাসন (উপ-সচিব) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াছিন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, কৃষক-কৃষাণী, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬-১৭ সালের কার্যক্রমের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত সার

কমিউনিটিভিত্তিক কৃষকের তালিকা

জেলা	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	তঞ্চঙ্গ্যা	বাঙালি	ম্রো	খিয়াং	মোট
রাঙ্গামাটি	৪০৩	৯৩	৫৫	১০২	০৭	-	-	৬৬০ জন
খাগড়াছড়ি	১৬৯	১৯৩	৩৪৩	-	১৪৫	-	-	৮৫০ জন
বান্দরবান	৭১	১৭১	২২	০৯	-	৪২৭	৫০	৭৫০ জন
মোট	৬৪৩	৩৯৭	৪২০	১১১	১৫২	৪২৭	৫০	২২৬০ জন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	১.৫ একর	০.৭৫ একর	মোট	মন্তব্য
০১.	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	দিঘীনালা সদর, বাবুছড়া, কবাখালী ও মেরুং	৪৪ জন	৮২ জন	১২৬ জন	
০২.		রামগড়	পাতাছড়া	৪৪ জন	৩৬ জন	৮০ জন	
০৩.		মাটিরাঙ্গা	বর্ণাল	-	১৯ জন	১৯ জন	
০৪.		পানছড়ি	পানছড়ি, উল্টাছড়ি	৫২ জন	৬৩ জন	১১৫ জন	
০৫.		খাগড়াছড়ি সদর	পেড়াছড়া, কমলছড়ি, গোলাবাড়ী ও ভাইবোনছড়া	২০২ জন	১৮২ জন	৩৮৪ জন	
০৬.		গুইমারা	গুইমারা সদর, হাফছড়ি	৫৮ জন	১৮ জন	৭৬ জন	
০৭.		লক্ষীছড়ি	লক্ষীছড়ি সদর, দুল্যাতলী, বর্মাছড়ি	২৫ জন	২৫ জন	৫০ জন	
সর্বমোট				৪২৫ জন	৪২৫ জন	৮৫০ জন	

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

ক্রম.	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	১.৫ একর	০.৭৫ একর	মোট	মন্তব্য
০১.	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	সুয়ালক	৩০ জন	২৩ জন	৫৩ জন	
			কুহালক ইউনিয়ন	৫০ জন	২০ জন	৭০ জন	
০২.		রোয়াংছড়ি	বেতছড়া ইউনিয়ন	৬৯ জন	৫৬ জন	১২৫ জন	
			টংকাবতী ইউনিয়ন	৭৫ জন	৯৯ জন	১৭৪ জন	
			নোয়াপতং	২০ জন	৫০ জন	৭০ জন	
০৩.		রুমা	গ্যালেংগা ইউনিয়ন	৮২ জন	২৭ জন	১০৯ জন	
০৪.		লামা	সরুই ইউনিয়ন	৪০ জন	-	৪০ জন	
০৫.		থানচি	বলিপাড়া	০৯ জন	৮০ জন	৮৯ জন	
			তিন্দু ইউনিয়ন	০০	২০ জন	২০ জন	
সর্বমোট				৩৭৫ জন	৩৭৫ জন	৭৫০ জন	

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ক্রম.	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	১.৫ একর	০.৭৫ একর	মোট	মন্তব্য
০১.	রাঙ্গামাটি	রাজস্থলী	বাঙালহালিয়া, ঘিলাছড়ি	২৩ জন	৩৩ জন	৫৬ জন	
০২.			গাইন্দা	৬৭ জন	৪৭ জন	১১৪ জন	
০৩.		নানিয়ারচর	বেতছড়ি	--	৩০ জন	৩০ জন	
০৪.			ঘিলাছড়ি	৬০ জন	২০ জন	৮০ জন	
০৫.		বাঘাইছড়ি	সারোয়াতলী	২০ জন	১০০জন	১২০জন	
০৬.			সাজেক	৩৬ জন	-	৩৬ জন	
০৭.			রুপাকারী	২৪ জন	-	২৪ জন	
০৮.		কাপ্তাই	রাইখালী	৩৬ জন	০১ জন	৩৭ জন	
০৯.			ওয়াগ্গা	০৪ জন	৩৯ জন	৪৩ জন	
১০.		রাঙ্গামাটি সদর	পৌর এলাকা	৪০জন	৩০ জন	৭০ জন	
১১.			বালুখালী	৫০ জন	--	৫০ জন	
সর্বমোট				৩৬০ জন	৩০০ জন	৬৬০ জন	

২০১৬-২০১৭ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬৬০ পরিবার, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭৫০ পরিবার এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৮৫০ পরিবার সর্বমোট ২২৬০ কৃষক পরিবার নির্বাচন করার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্বাচিত ২২৬০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলের চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিকস্ক-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১টি করে সিকেচার, ০১টি করে হাসুয়া এবং ০১টি নেকসেক স্প্রেয়ার) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২২৬০ জন কৃষককে ইতোমধ্যে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প

বাংলাদেশে মোট জমির প্রায় ১০ শতাংশ পাহাড়ি এলাকা যার অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। এ এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে বাঁশ, বেত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (১৯৮৪) এর তথ্য অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রায় ১,০০,০০০ হেক্টর বনভূমিতে বাঁশ রয়েছে। তবে জমি দখল, অধিক পরিমাণে বনজসম্পদ আহরণ, জমি চাষের ধরন পরিবর্তন, অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, জুম চাষ, ফলদ বাগান সৃজন ইত্যাদি কারণে বাঁশ উৎপাদনকারী জমি বছরে ২.৬% হারে কমছে। পার্বত্য এলাকার মাটির ধরন ও আবহাওয়া বাঁশ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে অনগ্রসর ও বিচ্ছিন্ন জনপদ। এখানে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সামাজিক অস্থিরতা ছিল, যা ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়েছে। ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে এ অঞ্চল অনেক পিছিয়ে আছে। এ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্পের সৃজিত নার্সারী

- **প্রকল্পের মেয়াদঃ** জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.

❑ **প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** জিওবি-২৩৭৮.০০।

❑ **প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঁশ চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন, বাঁশ চাষের আওতায় বৃদ্ধিকরণ এবং বাঁশভিত্তিক রপ্তানিমুখী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

❑ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

* পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৩,০০০টি বাঁশ বাগান সৃজন, উপকারভোগীদের মাঝে ২৮,৬০,০০০টি উন্নত জাতের বাঁশের কঞ্চি-কলম বিতরণ;
* ২৬০টি বাঁশভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ১৩,২৬০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

❑ **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** বরাদ্দ: ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা; ব্যয়: ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা; বরাদ্দের উৎস: জিওবি।

❑ **২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:** ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০ জুন, ২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পে জনবল নিয়োগসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত ৭৮০টি বাঁশ বাগান সৃজনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

উচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ-রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিহীন পাহাড়ী অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উচুঁভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প নামে ১৯৭৯-১৯৯৩ খ্রি. পর্যন্ত এডিবির সহায়তায় ৫২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০০ পরিবার (১ম পর্যায়) ১৯৯৩-১৯৯৪ খ্রি. হতে ২০০৫-২০০৬ জুন মেয়াদে ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় ১০০০ পরিবার (২য় পর্যায়) এবং ১৯৯৩-১৯৯৪ খ্রি. হতে ২০১০-২০১১ খ্রি. মেয়াদে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০০ পরিবারসহ সর্বমোট ৩,৩০০ পরিবারকে পুনর্বাসন কল্পে ১৩,২০০ একর রাবার বাগান ও ৫,০০০ একর ফলজ বাগান সৃজন করে দেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ের গাছগুলোর বয়স বাড়ায় এবং পতিত জমি থাকায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ-রাবার বাগানে সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

❑ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পতিত জমিতে রাবার সৃজনের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে উপকারভোগী পরিবারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সৃষ্টি করা, প্রকল্প এলাকায় পানীয় জলের সংকট দূরীকরণের জন্য পানির উৎসে সৃষ্টি করা, পুরাতন রাবার কারখানা মেরামত ও আধুনিকায়ন যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং দেশীয় রাবারের চাহিদা মেটানো।

❑ **প্রকল্প মেয়াদ:** ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫, সংশোধিত: ২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭

❑ **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়-৯৮৫.০০, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ-১০০.০০, ব্যয়িত অর্থ-৯৩.০৪৮

❑ **প্রকল্প এলাকা:**

ক্রম.	জেলা	উপজেলা	কার্য এলাকা
০১.	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	উলুছড়ি
			বটতলী
০২.	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	গোলাবাড়ী-১
			গোলাবাড়ী-২
			গোলাবাড়ী-৩
			পেরাছড়া-১১
			পেরাছড়া-১২
			পেরাছড়া-১৪
			গাছবান-২
			রাধামনকলক
			পাথোয়াই টিলা
		দীঘিনালা	লক্ষীমুড়া
			ভৈরফা
			বোয়ালখালী-১,২
			মেরুং
০৩.	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	কুহলং

প্রকল্প শুরু হতে ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ফলজ চারা বিতরণের ফলে উপকারভোগীরা ফলজ বাগান থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে এবং বাজারে ফল-মূল বিক্রি করে বাড়তি অর্থ আয় করে সংসারের কাজে লাগাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় রাস্তাঘাট হওয়ায় উপকারভোগীর ছেলেমেয়েরা সহজে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। উপকারভোগীদের পানীয় টিউবওয়েল স্থাপন করায় বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারছে। একটি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ তৈরি করে দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করতে পারছে। ১২৫০ একর রাবার বাগান সৃষ্টি হওয়ায় উপকারভোগীদের রাবার বাগান থেকে আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে। রাবার কারখানায় হ্যান্ড ম্যাংগেল মেশিনের পরিবর্তে একটি সিটিং ব্যাটারী স্থাপন হওয়ায় কারখানা থেকে ভালমানের শীট উৎপাদন হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ একর রাবার বাগান উন্নয়ন ও পরিচর্যা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেকার যুব ও যুব-মহিলাদের আইসিটিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার লক্ষ্যে গত জুলাই ২০১৩ হতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বছরের শেষ বরাদ্দ পাওয়া যায় ২০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার মোট ৩০০ জন যুব-যুব মহিলাকে চারমাসব্যাপী কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩০০ জনের মধ্যে বাছাইকৃত ১০০ জনকে চারমাসব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৌলিক প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল Ms office, Photoshop, Illustrator এবং ইন্টারনেট। আর উচ্চতর প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 2D Animation, Audio Editing, Vedio Editing and Website Design। এ ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ১০ দিনব্যাপী আউটসোর্সিং এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)সহ এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ, বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর আন্তরিক প্রচেষ্টা এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই সময়ে সময়ের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করেছেন, পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সুপরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন সময়ে এ আইসিটি ল্যাব পরিদর্শনপূর্বক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দিক নির্দেশনা এবং মূল্যাবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আইসিটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের
অতিরিক্ত সচিব জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (সর্ব বামে) ও এটুআই স্পেশিয়ালিস্টবৃন্দ

গত ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এটুআই প্রোগ্রামের স্পেশিয়ালিস্ট জনাব মানিক মাহমুদ বোর্ডের এ আইসিটি ল্যাবটি পরিদর্শন করেন। এ সময় বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) এবং সদস্য-পরিকল্পনা জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি সদরস্থ রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

রাঙ্গামাটি সদরস্থ শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর আধুনিক অডিটরিয়াম ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রীনিবাস এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত কাউখালী অডিটরিয়াম ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

খাগড়াছড়ি সদরের মধু বাজার হতে শ্মশান পর্যন্ত ফেক্সিবল পেভমেন্ট রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখে পাহাড় ধসে মৃত, আহত এবং দুর্গত পরিবারগুলোর সাহায্যার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
এক দিনের বেতন এবং ইফতার আয়োজনের অর্থ জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি হাতে তুলে দিচ্ছেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত
খাগড়াছড়ি ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের আইসিটি ল্যাব

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রুমা উপজেলাধীন রুমা
উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় এর একাডেমিক ভবন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করছেন
বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত থানচি উপজেলাধীন থানচি রেস্ট হাউজ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গিরিফুল রত্নাদেবী
বাগান হতে পুরাতন আর্মি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গাছবান গ্রামের সংযোগ রাস্তা ব্রীকসলিংকরণ

বান্দরবান সদরস্থ বাগমারা বাজার হতে পূর্ব পাড়া যাওয়ার জন্য নোয়াপাড়া খালের উপর ৬০.০০ মিটার আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ

কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া-কাউখালী সড়ক হতে কচুখালী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজ এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান-রোয়াংছড়ি হয়ে তংপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বান্দরবান কেন্দ্রী বাস টার্মিনাল

রুমা উপজেলার মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা মাটিরাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের ভবন সম্প্রসারণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত কাউখালী অডিটরিয়াম

লামা উপজেলার গজালিয়া সাপমারা ঝিড়ি এলাকায় জি.এফ.এস এর মাধ্যমে
পানি সরবরাহ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-অর্থ জনাব শাহীনুল ইসলাম

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত
বৈশালী নগর বন কুটিরের কাঁচা রাস্তাটি ব্রিক সলিংকরণ

লামা উপজেলার ত্রিশডেবা জীনামেজু অনাথ আশ্রমের ভবন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইসিটিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আইটিভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনে মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উপকারভোগীদের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ-২য় পর্যায় এর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা উপকারভোগীদের মাঝে চারা কলম বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দীঘিনালা উপজেলা দাদন কার্বারী পাড়া-২ এর পাড়াকেন্দ্রে পাড়াকর্মী ও শিশু শিক্ষার্থীবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলা উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করছেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী

উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের আওতায় সৃজিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রাবার বাগান পরিদর্শন করছেন প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার জনাব পুষ্প স্মৃতি চাকমা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মহোদয়ের নেতৃত্বে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ এর নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি সদরস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস-২০১৬ উপলক্ষে বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোঃ মনজুরুল আলম এর নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি সদরস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পুষ্পস্তবক অর্পণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রধান কার্যালয়-রাঙ্গামাটি: ফোন-০৩৫১-৬২১৩৪; ফ্যাক্স-০৩৫১-৬২০৪২, ০৩৫১-৬৩০৯১
বান্দরবান ইউনিট: ফোন-০৩৬১-৬২৩০৩, ফ্যাক্স-০৩৬১-৬২০৬৬
খাগড়াছড়ি ইউনিট: ফোন-০৩৭১-৬১৬১৩, ফ্যাক্স-০৩৭১-৬১৪৭৩
www.chtdb.gov.bd; ই-মেইল: info@chtdb.gov.bd